জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

মৎস্যজীবীর মৃত্যু

ভুলে জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীর। জেলবন্দি অবস্থায় শনিবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে কথা হয়েছে পরিবারের

হাওয়া বদল

রবিবার থেকেই বেড়েছে তাপমাত্রা। বেড়েছে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও। মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। পুবালি বাতাস বেশি করে প্রবেশের কারণেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে

কথা রাখেনি দল, আরএসএস কর্মী ক্ষোভে আত্মঘাতী হলেন

উঃপ্রদেশে খনিতে আটকে ১৫ শ্রমিক, ইতিমধ্যে উদ্ধার ২ দেহ

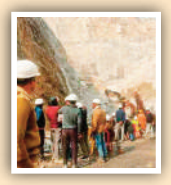

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭২ ● ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৩০ কার্তিক ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 172 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 17 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রামমোহনকে কদর্য আক্রমণ বিজেপির

প্রতিবেদন : বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের পর এবার রাজা রামমোহন রায়। বিজেপির কদর্য আক্রমণ থেকে বাদ যাচ্ছেন না একজন মনীষীও। বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের উপর আক্রমণ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সেই নোংরা পথ ধরে দেশের নবজাগরণের পথিকৃৎদেরও রেয়াত করছেন না ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যের মন্ত্রীরা। মধ্যপ্রদেশের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বাংলা থেকে এগিয়ে গেলে সাঁওতাল পরগনা দেখা যেত। আজ দেখা যায় না। বিহারে সরে গেছে সব। ওখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের মানুষের বিশ্বাসকে বদলে ফেলার প্রক্রিয়া চলছিল। যার মধ্যে এই দেশের বহু মানুষকে ভারতীয় সমাজকে বদলানোর কাজে লাগিয়েছিল ব্রিটিশরা। তার মধ্যে একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ইংরেজদের দালাল

ব্রিটিশদের দালাল! বলেন কী মন্ত্রী?

হিসাবে ভারতে কাজ করছিলেন।

ন্যক্কারজনক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল। বলেছে, বিজেপির আসলে ব্রিটিশবিরোধী লড়াই, বাংলার নবজাগরণ কিংবা ভারতবর্ষের জেগে ওঠার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এরা বাংলাকে জানে না, বাংলার সংস্কৃতি জানে না। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, রামমোহন সতীদাহ রদ করেছিলেন। তাহলে ধরে নিতে হয় বিজেপি সতীদাহর সমর্থক। অর্থাৎ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় চিতায় তোলাকে সমর্থন করছে বিজেপি। মধ্যযুগীয় এসব প্রথার প্রতীক বিজেপি। নইলে প্রগতিশীল ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখা একজন যুগমানবকে কখনওই এভাবে আক্রমণ করতে পারে না। ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করা উচিত। ক্ষমা চাওয়া উচিত বিজেপির। বাংলায় এসে মোদি-শাহর নাম উচ্চারণে লজ্জা পাওয়া উচিত। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দূষণ

কুয়াশার ধোঁয়াশায় ঢেকেছে আকাশ,
দূষণে ঢেকেছে অদৃশ্য বাতাস।
মনের মাঝে আকাশ বোঝা,
শীতের সকালে আগুনের সাজা,
ঠান্ডা বেলার উষ্ণ তাপের ধোঁয়া।
কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ—
বোঝার ক্ষমতা আর ক'জনের,
সামাজিক চেতনা তো চেতন্যের দ্বারে,
জাগাতে হবে জাগো।
এ পৃথিবী তো সবার—
তোমার, আমার একাকার।
এসো না বাঁচাই পরিবেশ।
দূষণমুক্ত সমাজ
এসো না গড়ি
এক নয়া শতাব্দী।

বিহারে ভোট কেলেঙ্কারি

তালিকার চেয়ে ভোটার গেল বেড়ে, ভোট দিলেন ১০০%-এর বেশি মানুষ

প্রতিবেদন : বিহারে বিরাট ভোট কেলেঙ্কারি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যেই দেখা যাচ্ছে বিরাট গরমিল। তালিকায় থাকা ভোটারের চেয়ে বেশিজন ভোট দিলেন। শুধু তাই নয়, কমিশনের হিসেব বলছে, ১০০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। এ কী করে হয়! এসআইআর-এর আড়ালে বিরাট জালিয়াতি কমিশনের, যার নেতৃত্বে বিজেপি। বিহারে এনডিএ-র জয়ের পিছনে যে অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য যা বলছে

Outcome of Bihar SIR: 24 June 2025 to 30 September 2025

S. No	Details	Total (No.)
A	Electors as on 24 June 2025	7.89 Crore
	Total Electors removed from Draft List	65 lakhs
C	Electors in Draft List on 1 Aug 2025	7.24 Crore
	Ineligible Electors removed from draft list	3.66 lakhs
	Eligible Electors added in draft list (Form 6)	21.53 lakhs
D	Total electors in Final List 30 Sep 2025	~7.42 Crore

Figures are rounded to nearest digit of Lakhs

	Female		Male		Total	
	Electors	%	Electors	%	Electors	%
Phase -I*	1,76,77,219	69.04%	1,98,35,325	61.56%	3,75,13,302	65.08%
Phase – II**	1,74,68,572	74.03%	1,95,44,041	64.1%	3,70,13,556	68.76%
Total	3,51,45,791	71.6%	3,93,79,366	62.8%	7,45,26,858	66.91%

নির্বাচন কমিশন বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করে ৬ অক্টোবর। সে সময় বিজ্ঞপ্তি আকারে ভোটার সংক্রান্ত তথ্য পেশ করা হয়। সেই তথ্য জানাচ্ছে, বিহারের মোট ভোটার সংখ্যা ৭.৪২ কোটি। যার মধ্যে মহিলা ভোটার ৩,৪৯,৮২,৮২৮ জন।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ১৪ নভেম্বর। তার আগে ভোটদানের সর্বশেষ তথ্য কমিশন পেশ করেছে ১১ নভেম্বর, নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিহারে ভোট দিয়েছেন ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজারের বেশি ভোটার। (এরপর ১২ পাতায়)

মতুয়াদের অনশন মঞ্চে দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রয়েছেন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর।

অভিষেকের নির্দেশে মতুয়া-মঞ্চে দুই মন্ত্রী, অনশন তুলতে অনুরোধ

সংবাদদাতা, ঠাকুরনগর : ধান্দাবাজ বিজেপি-কমিশনের গাজোয়ারি এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ঠাকুরনগরের মতুয়া সম্প্রদায়ের অনশন রবিবার দ্বাদশ দিনে পড়ল। এদিন তৃণমূলের তরফে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং তন্ময় ঘোষ এসআইআর বিরোধিতায় মতুয়াদের অনশন মঞ্চে উপস্থিত হন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের তরফে এই প্রতিবাদে সর্বতোভাবে মতুয়াদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। একইসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুরকে 'হৃদয়হীন' বিজেপির বিরুদ্ধে আমরণ অনশন তুলে নেওয়ার

এই অনশনের মর্ম বুঝবে না বিজেপি

অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। দলের সাফ বক্তব্য, মতুয়া ভাই-বোনেরা আতঙ্কগ্রস্ত এবং শঙ্কিত। বিজেপির নোংরা রাজনীতির নাগপাশে আজ তাঁরা বিপদগ্রস্ত। তাই তারা আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূলের স্থানীয় থেকে রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের পরিস্থিতির উপর মানবিক নজর রেখেছেন। তৃণমূল সর্বদা তাঁদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। একজন যোগ্য নাগরিকের নাম বাদ গেলে দিল্লির রাজপথ কেঁপে উঠবে। এসআইআর-এর অজুহাতে বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা (এরপর ১০ পাতায়)

'সার' আতঙ্কে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ মহিলার

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ফের এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী হলেন বেলডাঙার সুরুলিয়া-গেটপাড়া এলাকার প্রৌঢ়া সাকিলা বেওয়া (৫৫)। রবিবার ভোরে মালগাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ৪ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে এসআইআর শুরুর পর এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই তিনজন আত্মঘাতী হলেন এবং আরও দু'জন আতঙ্কে হৃদরোগে মারা যান বলে মৃতদের পরিবারের দাবি। এদিকে এসআইআর শুরুর পর থেকেই আতঙ্কে (এরপর ১০ পাতায়)

উদ্ধার করা হচ্ছে মৃতার দেহ।

তারিখ অভিধান

১৮৭০
মাতঙ্গিনী হাজরা

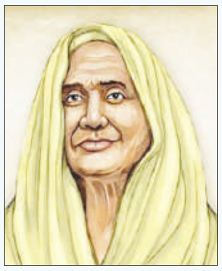

(১৮৭০-১৯৪২) এদিন তমলুকের অদূরে আলিনান নামে একটি ছোট গ্রামে (ডাকঘর : হোগলা) এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম নেন। দারিদ্রের কারণে ছোটবেলায় প্রথাগত শিক্ষা পাননি। অতি অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন। 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো', মুখে এই স্লোগানের সঙ্গে এক হাতে শাঁখ আর অন্য হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তমলুক থানা আর কোর্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া অগাস্ট আন্দোলনের সেই মিছিলের পথ আটকে গুলি চালিয়েছিল ইংরেজ পুলিশ। মিছিলের সামনে গান্ধীবুড়ি, মাতঙ্গিনী হাজরা। তমলুকের বানপুকুরের পাড়ে ইংরেজদের ছোঁড়া তিন-তিনটি গুলি তাঁর শরীরে গেঁথে গিয়েছিল।

১৯৩৬
তারাপদ রায়ের

(১৯৩৬-২০০৭) জন্মদিন। কবি, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। নিজের মধ্যেই একটা আলাদা জীবনের বৃত্ত তৈরি করেছিলেন তারাপদ। সহজ, সাবলীল সেই ভাষা; তার মধ্যেও নিজস্ব দর্শন, যাপনের ভিড়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমার প্রতিমা'। তখনও মহিম হালদার স্ট্রিটেই থাকতেন তারাপদ রায়। প্রথম কবিতার বইয়ের ভেতরেই থেকে যায় মুদ্রণ প্রমাদ। 'মহিম হালদার স্ট্রিট'-এর 'মহিম' বদলে যায় 'মহিষ'-এ। যা নিয়ে পরে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি অনেকে। ভেতরে ভেতরে বেশ মজার মানুষ ছিলেন তিনি। তা না হলে অমন দুর্দান্ত রম্য রচনাগুলো লিখতে পারতেন! বন্ধুদের লেখা চিঠির ভেতরেও ভরে দিতেন মজার কথা। সেই লেখাও হয়ে উঠত পড়ার মতো। হাসির মধ্যেও কেমন একটা কাব্যময়তা ছড়িয়ে থাকত সেখানে। ছোটদের মন জয় করেছিলেন ডোডো তাতাইয়ের মতো চরিত্র সৃষ্টি করে।

১৯২৮
লালা লাজপত রায়

(১৮৬৫-১৯২৮) এদিন প্রয়াত হন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চরমপন্থী নেতা ত্রয়ী লাল-বাল-পালের অন্যতম। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেন। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে মারাত্মকভাবে আহত হন। তারই পরিণতিতে এদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেন চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেব। তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসি হয়।

১৯৭১
দেবকীকুমার বসুর

(১৮৯৮-১৯৭১) প্রয়াণদিবস। বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। ১৯৩২ সালে দেবকী বসুর পরিচালনায় দু'টি ছবি মুক্তি পায়। একটি নির্বাক ছবি 'নিশির ডাক' ও অন্যটি বাংলা সিনেমার প্রথম সার্থক সবাক চলচ্চিত্র 'চণ্ডীদাস'। কথা বলা সিনেমাটি দেখে বাঙালি হতচকিত, মুগ্ধ, বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রথম সিলভার জুবিলি হয়েছিল সেই ছবি। দেবকী বসুর তৈরি 'সীতা'ই প্রথম ভারতীয় ছবি, যা কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয় ও পুরস্কার পায়।

১৯৩১
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(১৮৫৩-১৯৩১) এদিন প্রয়াত হন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে চর্যাপদ নিয়ে গবেষণা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের ফলে প্রাপ্ত লেখ থেকে পাঠোদ্ধার এবং পুঁথি আবিষ্কার ও টীকা রচনা করে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে নানা তথ্য দেশবাসীকে জানান। বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য ছিলেন।

কর্মসূচি

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ওভারব্রিজের নিচে চায়ের ঠেকে আড্ডায় ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাবির আলি, ৭ নং মলিহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পুলক সামই-সহ অন্যরা। চায়ের ঠেকে এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের কী প্রতিক্রিয়া তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তা জানার চেষ্টা করেন বিধায়ক। রবিবার।

■ বাংলার ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রবিবার ইটাহার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ইটাহার পঞ্চায়েত দফতরের সভাকক্ষে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, পঞ্চায়েত প্রধান বিলকিস পারভিন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক সভানেত্রী পূজা দাস, তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শাহেরুল হক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিধায়ক জানান, একজনও প্রকৃত ভোটার যাতে বাদ না যায় তাই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে এই শিবির।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অঙ্কুশ

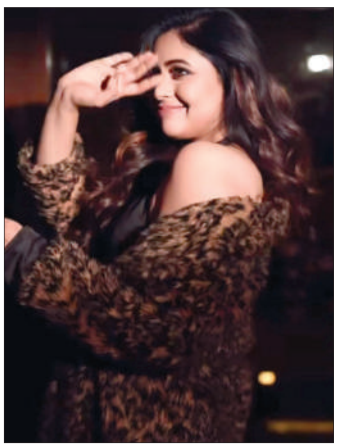

■ ঋতাভরী

■ নুসরত

অনিবার্য কারণে আজ শব্দছক প্রকাশ করা গেল না।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

১৭ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

17 November, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বারুইপুরে বোমা উদ্ধার। স্থানীয় একটি মাঠের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় তিনটি তাজা বোমা। খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শুরু হয়েছে তদন্ত

নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করছেন সহকর্মীরা

কাজের চাপে অসুস্থ দুই বিএলও

প্রতিবেদন : এসআইআর-এ অতিরিক্ত কাজের চাপে অতিষ্ঠ বিএলও-রা। পূর্ব বর্ধমানে দুই মহিলা বিএলও-র অসুস্থতা ও মৃত্যুর পর এবার খাস কলকাতায় কাজের চাপে অসুস্থ বিএলও। রবিবার সকালে কলকাতা পুরসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডের ২০৫ পার্টের বিএলও অনিমেষ নন্দী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বেলেঘাটার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার এই অসুস্থতার পর মারাত্মক কাজের চাপ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অন্য বিএলও-রা। তাঁদের দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপেই এই অবস্থা হয়েছে ওই বিএলও-র। আবার পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপে রবিবার সকালে বুকে ব্যথা হওয়ায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের লোহাগড় ১৭৮ নং পার্টের বিএলও গোলাম নেহরু মণ্ডলকে। তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যেভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, সেই চাপ সামলানো যাচ্ছে না!

প্রথমে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি। তারপর আবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেই ফর্ম সংগ্রহ করা। এরপর সংগ্রহ করা সেই ফর্মের ডেটা কমিশনের খাতায় এন্ট্রি করা। সবমিলিয়ে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিএলও করে তাঁদের মাথায় পাহাড়প্রমাণ কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। বিভিন্ন জেলায় এর জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন বিএলও-রা। আবার অতিরিক্ত কাজের জন্য অসুস্থও হয়ে পড়ছেন অনেক বিএলও। এদিন বেলেঘাটা অঞ্চলে সুপারভাইজারের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন বিএলও অনিমেষ নন্দী।

■ অসুস্থ বিএলও অনিমেষ নন্দী।

সহকর্মীদের অভিযোগ, সুপারভাইজার ওই বিএলও-কে কোনও কটু কথা বলেননি। কিন্তু সময়ে কাজ শেষ করতে পারবেন কিনা, সেই চিন্তা থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের দাবি, চিকিৎসকেরা তাঁকে অন্তত একদিন পর্যবেক্ষণে রাখার কথা জানিয়েছে।

এর আগেও বৃহস্পতিবার কালনার এক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন রিঙ্কু মজুমদার নামে এক মহিলা বিএলও। আবার মেমারিতে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এসআইআর ফর্ম বিলির সময় বিপুল কাজের চাপে ব্রেনস্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হয় নমিতা হাঁসদা নামে আরও এক বিএলও-র। কমিশনের তরফে বিএলও-দের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে পুরোপুরি গায়ের জোরে জবরদস্তি করছে। রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে? আমি দেখেছি, বিএলও-রা অনেকক্ষেত্রেই কাজের চাপে অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন। এখন দেখা যাক কী ফল দাঁড়ায়!

■ ৭ নং ওয়ার্ডের অজানা বন্ধু ক্লাবে কাউন্সিলর বাপি ঘোষের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, তরুণ সাহা-সহ বিশিষ্টরা। রবিবার।

■ চণ্ডীগড় রোহন্ডা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে ভোট সুরক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে এসআইআর নিয়ে কর্মীদের বোঝালেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ লক্ষ্মীকান্তপুর ছবির ট্রেলার লঞ্চ। রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সায়নী ঘোষ, সঙ্গীতা সিনহা, রাজনন্দিনী পাল, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, জন ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রামকমল মুখোপাধ্যায়। রবিবার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাবে। —শুভেন্দু চৌধুরী

নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে নিখোঁজ নাবালিকা

সংবাদদাতা, কোন্নগর : নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী। সেই সুযোগে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে পালাল এক নাবালিকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তরপাড়া থানার কোন্নগরে। শনিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ কোন্নগরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যায় ওই নাবালিকা। নবম শ্রেণির ছাত্রী সে। রবিবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই নেশামুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। যদিও নেশামুক্তি কেন্দ্রের দাবি আবাসিক কিশোরী নিচে নেমে রাতের খাবার নিয়ে গেটের তালা খুলে রেখেই পালিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই নাবালিকার পরিবার উত্তরপাড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছে। ওই নাবালিকার পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ৮ মাস ধরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ছিল সে। মাসে মোটা টাকাও নিত ওই নেশামুক্তি কেন্দ্র। পরিবার জানাচ্ছে, আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে আনুক। যদিও নেশামুক্তি কেন্দ্রের আধিকারিক হৈমন্তি পাণ্ডে বলেন, মেয়েটি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছিল। সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই পালিয়েছে। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের মেট্রো-বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা

প্রতিবেদন : নিত্যযাত্রীদের কাছে ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে শহরের লাইফলাইন কলকাতা মেট্রো। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে কোনও না কোনও সমস্যা হচ্ছে মেট্রো চলাচলে। ফলে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন মেট্রো যাত্রীরা। রবিবার সকালে ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর অর্থাৎ ব্লু লাইনে ভাঙা পথে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানায়, পাওয়ার ব্লক করে শনিবার রাত থেকে কাজ শুরু হয় কিন্তু রবিবার সকালেও পাওয়ার ব্লক তোলা হয়নি। ফলে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। সমস্যার মুখে পড়েন যাত্রীরা। এক ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা চালু হয়।

এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, স্টেশনে গিয়ে জানতে পারেন পরিষেবা বন্ধ। ঘোষণা করা হচ্ছে, অনিবার্য কারণে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।

এর আগে শনিবার সাতসকালে ব্লু লাইনে এক ঘণ্টারও বেশি বন্ধ ছিল মেট্রো পরিষেবা। ফলে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন নিত্য অফিসযাত্রীরা। সকাল ৯টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সিগন্যালে গোলযোগ ধরা পড়ে। তার জেরে বিনা নোটিশে দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগরের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বরানগর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ২০ মিনিট পর দক্ষিণেশ্বর থেকেও মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হয়।

খড়দহের বাড়িতে বারুদ থেকে বিস্ফোরণ

প্রতিবেদন : ভরসন্ধ্যায় আচমকায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল খড়দহ। রবিবার সন্ধ্যায় বন্দিপুর পঞ্চায়েতের ঠাকুর কলোনির এক বাড়িতে বিস্ফোরণ থেকে চাঞ্চল্য ছড়াল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রহড়া থানার পুলিশ-সহ বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল বাহিনী। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাড়িতে মজুত করে রাখা বারুদ থেকেই এই বিস্ফোরণ। কিন্তু কেন বাড়িতে মজুত করা হয়েছিল বারুদ? নেপথ্যে কোন চক্রান্ত? গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে বারুদ থেকে বিস্ফোরণ বলে মনে হচ্ছে। তবে কোনও হতাহত নেই। নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিকে পাঠানো হবে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই সঠিক কারণ জানা যাবে।

রাজ্যে হাওয়া বদল, বাড়বে গরম

প্রতিবেদন: ফের হাওয়া বদল হতে শুরু করেছে রাজ্যে। রবিবার থেকেই বেড়েছে তাপমাত্রা। একইসঙ্গে বেড়েছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। মূলত পশ্চিমি শুষ্ক ও শীতল হাওয়ার প্রভাব কমে গিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে পুবালি বাতাস বেশি করে প্রবেশের কারণেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কুয়াশার প্রভাবও দেখা যাবে রাজ্য জুড়ে। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। সেখানে আগামী ৬-৭ দিন শীতের আমেজ চলবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

17 November, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি-সংস্কৃতি

ফের বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে আক্রমণ। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে শুরু হয়েছিল, এবার ভারতের নবজাগরণের প্রতীক রাজা রামমোহন রায়কে সরাসরি আক্রমণ। মধ্যপ্রদেশের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী একটি সভায় বক্তব্য রাখছিলেন। সেখানে সাঁওতাল পরগনার কথা বলতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রিটিশদের দালাল বলে ফেললেন ওই মন্ত্রী। দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ধাক্কায় মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু এটা তো রাজনৈতিক ক্ষমা চাওয়া। বিজেপির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে বাংলা-সহ দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা। তাদের সংস্কৃতি হল বিভেদের এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নবজাগরণের মনীষীদের অস্বীকার করা। কেন বারবার বাংলাকে আক্রমণ? এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে মহামতি গোখলে আজ থেকে একশো বছর আগে বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে কাল তা ভারত ভাবে। ২০২৫-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেই সরকার একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বিজেপির ভেদাভেদের রাজনীতি, সংকীর্ণ রাজনীতি, বঞ্চনার রাজনীতি, ভোটচুরির রাজনীতি— সবটা এসে ধাক্কা খেয়েছে এই বাংলায়। মহারাষ্ট্র হতে পারে, দিল্লি কিংবা বিহার হতে পারে, কিন্তু বাংলা যে হবে না তা বিজেপি জানে। সেই হতাশা থেকেই বিজেপি নেতাদের এই সব আক্রমণ উঠে আসছে। চার মাস অপেক্ষা করুন, মানুষ হিসেব বুঝিয়ে দেবে।

বিজেপির অপপ্রচার অব্যাহত রুখতে হবে ইভিএম-এই

মোদিজি কাঁথির গদ্দার কুলের পোদ্দারের গ্যাস খেয়ে জঙ্গলরাজ বলে বাংলাকে ও বাঙালি অস্মিতাকে অপমান করেছেন। এই অধিকার ওঁকে কে দিয়েছে? শুনেছি উনি একাহারী। বয়স ৭৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তবু আপনার সাম্রাজ্য বিস্তারের খিদে দেখে বিস্মিত হই! সব দখল করতে হবে যে কোনও উপায়ে! এই ঝোঁকটা ভাল, কিন্তু বেশি 'খেয়ে' ফেললে হজম হবে তো! বিহারে সাফল্য পাওয়ার কৌশল তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেখানো পথে। আপনি বললেন লালুজির মুসলিম যাদব (এম ওয়াই) ফর্মুলাকে ঢেকে দিয়েছে 'মহিলা ও যুব' শক্তির কোলাজ। কিন্তু মহিলাদের মন জয়ে যা করলেন তা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেখানোই শুধু নয়, হুবহু খাতা দেখে টোকা। এসআইআরের জুজু দেখিয়ে মেরুকরণ করেছেন। নির্বাচন কমিশন সজাগ, বশংবদ না অন্ধ, আপনিই ভাল জানেন! গঙ্গা বিহার হয়ে বাংলায় প্রবাহিত তো আজ নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে। আপনার জন্মেরও শত শত বছর আগে থেকে। একুশে অমিত শাহ যখন দুশো আসনের খোয়াব দেখিয়েছিলেন, তখনও গঙ্গা পাটনা হয়ে কলকাতার দিকে প্রবাহিত হয়েছে, চব্বিশেও তাই। কিন্তু নিট ফল মনে আছে তো? লোকসভায় রাজ্য থেকে আপনাদের আসন ১৮ থেকে কমে ১২ হয়েছে! আর ছাব্বিশে দল ভাঙিয়ে না এনে আরএসএসের ছাপ মারা আগমার্কা ২০০ জন প্রার্থী হাজির করতে পারবে তো বাংলা ও বাঙালি বিরোধী বিজেপি? তারপর তো বাংলা দখলের প্রশ্ন! 'স্বর্গরাজ্য' যোগীর খাসতালুক থেকে পাটলিপুত্র হয়ে কোভিডের সময়কার পচাগলা হাফ ডজন মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই ভেসে আসেনি হিন্দি বলয় থেকে! আসন্ন ছাব্বিশের যুদ্ধ কেন, ঊনত্রিশেও এর খুব একটা ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হয় না। এই জন্যই অতীতে আপনাদের সমীকরণ মেলেনি, মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি। আগামীতেও বাংলা থুড়ি 'জঙ্গলরাজ' দখল দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে। একুশে তৃণমূল ভেঙে দেদার টাকা ছড়িয়ে বিজেপি দুশো দূর অস্ত, তার অর্ধেক আসনও পায়নি। তখন আপনার স্লোগান ছিল 'সোনার বাংলা গড়ব'। আর এবার একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে বলছেন 'জঙ্গলরাজ'! এই পরিবর্তন স্রেফ হতাশা থেকেই। মোদি আসলে বুঝে গিয়েছেন এবারও বাংলা দখল হবে না, হাত ফসকে যাবে। এর কারণ বিহারে গেরুয়া দলের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার জন্য পরোক্ষে নীতীশ আছেন। মহারাষ্ট্রে পাশে আছে শিবসেনা ও এনসিপি'র বিদ্রোহী অংশ, যা আপনি ভাঙাতে পেরেছেন নানা কৃৎ কৌশলে। আর এ-রাজ্যে এক ডজন দলবদলু নিয়ে বিজেপি একেবারে একা।

— **তানিয়া রায়, সোদপুর, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রবীন্দ্রনাথ থেকে রামমোহন

আক্রান্ত আজ বাংলার নবজাগরণ

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আধুনিক এক ভারতের। দেশের মানুষকে অতীতমুখী, মধ্যযুগীয় মানসিকতার গণ্ডি থেকে বের করে এনে এক নতুন যুগের জীবন দর্শনের আলো দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। গভীর ইতিহাস চেতনা, দৃঢ়তা আর ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁর জীবন সংগ্রামে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। তবু, তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'পাষণ্ড', 'ম্লেচ্ছ', 'বকধূর্ত', 'কাপটিক', কিংবা 'নগরান্তবাসী' নামে সম্বোধন করেছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। লিখছেন **অধ্যাপক অর্ণব সাহা**

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার। বিরসা মুন্ডার জন্মতিথিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছেন—"ব্রিটিশ শাসকেরা হিন্দু ভারতীয়দের আস্থা বদলানোর কুচক্র চালাত… তারই অংশ ছিলেন ইংরেজদের দালাল রাজা রামমোহন রায়।" এর আগে অসমের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইবার জন্য দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। অর্থাৎ বিজেপি এইবার সরাসরি আক্রমণ শানাতে আরম্ভ করেছে ভারতীয় 'নবজাগরণে'র পথিকৃৎ একের পর এক বাঙালি মনীষীর বিরুদ্ধে। ওরা বাংলার মাটির দখল নিতে চায়। অথচ ওদের ডিএনএ-তে জমা বাঙালি-বিরোধিতা প্রকট হচ্ছে প্রতিদিন। কয়েকবছর আগে বাংলার প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন—"বাঙালিকে র-সু-ন সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে।" 'র-সু-ন সংস্কৃতি' বলতে তথাগতবাবু ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, আজ বাঙালির কাছে তা একটুও অজানা নয়। এ হল রবীন্দ্রনাথ-সুকান্ত-নজরুল সংস্কৃতি, যা বাংলার চেতনাকাঠামোকে নির্মাণ করেছে। বিজেপির পক্ষে উদার মানবতাবাদী, চরম অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ, বামপন্থী সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং নিজে মুসলিম হয়েও আজীবন অন্ধ, গোঁড়া মৌলবাদের বিরোধিতা করে যাওয়া কাজী নজরুল ইসলামকে মেনে নিতে অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত কয়েকবছরে উত্তরপ্রদেশ, অসম-সহ বেশ কয়েকটি বিজেপিশাসিত রাজ্যে স্কুলপাঠ্য সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা। সম্প্রতি কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ বলেছেন—"ব্রিটিশদের খুশি করতেই রবীন্দ্রনাথ জনগণমন গানটি লিখেছিলেন।" যে সংঘ ও হিন্দু মহাসভা গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে কখনও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়নি, বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের কাছ থেকে আজ দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নিতে হবে রাজা রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথকে?

এই প্রেক্ষিতেই উনিশ শতকের সেই সময়টিকে আরেকবার মনে করা যাক। ১৮১৮ সাল থেকেই রাজা রামমোহনকে সতীদাহের মতো একটি বর্বর মধ্যযুগীয় প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। একদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'য় এই ঘৃণ্য প্রথার অমানবিকতা নিয়ে আলোচনা চলছে, পাশাপাশি রামমোহন একাধিক বাংলা ও ইংরেজি পুস্তিকা লিখে সতীপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে চলেছেন। মিশনারি

পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'র পৃষ্ঠায় তাঁর এই উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১৮২৯-এর জুলাই মাসে রাজা রামমোহন বেন্টিঙ্কের সঙ্গে সরাসরি দেখা করলেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ তারিখে প্রিভি কাউন্সিলে সতীপ্রথা 'Illegal and punishable by the criminal courts' হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেবল বাংলার মাটিতে জনমত সংগ্রহই নয়, রামমোহন ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরেও সতী নিবারণ আইন যাতে বলবৎ থাকে, তার জন্য লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

কিন্তু আজকের হিন্দুত্ববাদী ব্রিটিশের দালাল সংঘ ও বিজেপির পূর্বসূরিরা সেদিনও বাংলার মাটিতে সক্রিয় ছিল। সতীদাহ প্রথা যাতে রদ না হয়, তার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ, গোপীমোহন দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মসভা' উঠেপড়ে লাগে। তারা গভর্নর জেনারেলের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সতী সমর্থকদের পক্ষ থেকে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষরযুক্ত দুটি আরজি পেশ করেন। বেন্টিঙ্ক তাঁদের বললেন ব্রিটেনের 'প্রিভি কাউন্সিল'-এ আবেদন করতে। 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে আবেদনপত্রটি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে নিযুক্ত করা হল। ২৭ জুলাই, ১৮৩০-এ তিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। অবশেষে ১১ জুলাই ১৮৩২-এ প্রিভি কাউন্সিল-এ রক্ষণশীলদের আবেদন খারিজ হয়ে গেল। কলকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মর' পত্রিকা, ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীরা যখন উল্লাস প্রকাশ করছেন, তখন হতোদ্যম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লিখছেন— 'এ প্রকার ধর্মের প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কহিতে হইবেক পৃথিবী হইতে বিচার মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুসকল এই সম্বাদ পাইয়া হাহারবে ক্রন্দন করিবেন তাঁহাদিগের অক্ষিসলিলে যে নদী বহিবেক তাহা কে দৃক্‌পাত করিবেক"। (হিন্দুগণের মনস্তাপবিষয়ক, 'সমাচার চন্দ্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত', 'সমাচার দর্পণ', ১৪ নভেম্বর, ১৮৩২)। সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার পর রামমোহনের প্রাণসংশয় হয়েছিল। তিনি রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে শারীরিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সশস্ত্র রক্ষীপরিবৃত হয়ে চলতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষ্যে—'গাড়িতে যাইবার সময় কোনও কোনও দিন লোকে ইট পাথর কাদা ছুঁড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দরজা টানিয়া দিতেন ও বলিতেন "কোচম্যান হেঁকে যাও" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১০৪)।

সেদিন যারা রামমোহনকে হত্যা করতে চেয়েছিল, আজ বিজেপিশাসিত ভারতে তাদের উত্তরসূরিরাই গুলি চালিয়ে খতম করেছে গৌরী লঙ্কেশ, নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারেকে। তাদের উত্তরসূরিরাই প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক মনীষীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে চলেছে। সংঘ এবং বিজেপি আসলে তীব্রভাবে নারীবিদ্বেষী। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের এক অখ্যাত গ্রামের অষ্টাদশী কন্যা রূপ কানোয়ার 'সতী' হয়েছিল। সেদিন ভারতীয় পার্লামেন্টে এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে নতুন করে আইন পাশের প্রস্তাব উঠলে বিজেপির সহসভাপতি বিজয়রাজে সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল 'সতীপ্রথা'র উপর আক্রমণ আসলে 'সনাতন' হিন্দুধর্মের উপর আঘাত। কিছুদিন আগে বিজেপির আরেক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন—"শ্রীরামচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন চোদ্দো পুরুষের নাম পাওয়া যায়। দুর্গার কোনও পিতৃপরিচয় নেই। কে দুর্গা?"

রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ আসলে বাঙালির মনন, বাঙালি নারীর সম্মান ও বাংলার মনীষার বিরুদ্ধে বিজেপির দীর্ঘলালিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। ২০২৬-এর নির্বাচনে বাঙালি এই ঘৃণার পাল্টা জবাব দেবে।

আজ, সোমবার কার্তিক পুজো

রাজ্য

দিল্লি বিস্ফোরণের জের, সতর্ক রাজ্য প্রশাসন

কড়া নিরাপত্তা, চলছে নাকা চেকিং গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, রেল স্টেশনগুলিতে

প্রতিবেদন : দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পর থেকেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শিয়ালদহ এবং হাওড়া স্টেশন চত্বর। বাদ যায়নি বিদ্যাসাগর সেতুও। গাড়ি, ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব সবকিছুই চেক পয়েন্টে আটকানো হচ্ছে। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের মেন গেটের কাছাকাছি এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বেশ কিছুটা দূর থেকে ব্যারিকেড করে সব গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আসা সব যাত্রীদের কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওঠা এবং নামার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া স্টেশন চত্বরের বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও গাড়ি। শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরের পার্কিংয়ে চলছে নজরদারি। পার্কিং স্পেসে ঢোকার আগে প্রত্যেকটি গাড়িতেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের লাগেজ কয়েক দফায় তল্লাশি করা হচ্ছে। স্টেশন চত্বরের বাইরে তল্লাশি করছে বম্ব স্কোয়াড। দুই স্টেশনের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে সশস্ত্র জওয়ান। দিল্লি-কাণ্ডের পর পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও অচেনা ব্যক্তিকে এলাকায় দেখলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। নাকা চেকিং পয়েন্ট আরও জোরদার করতে হবে। প্রতিটি হোটেলে নজরদারি আরও বেশি করে চালাতে হবে। তথ্য পেলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাইরে থেকে লোক এলে তাদের সম্পর্কে বিশদে জানতে হবে। এছাড়া সন্দেহজনক কোনও গাড়ি বা ব্যক্তিকে দেখলেই নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করতে হবে।

নবান্ন'র ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক কৌশিক চক্রবর্তী জাগোবাংলাকে জানিয়েছেন, নবান্ন, বিদ্যাসাগর সেতু টোলপ্লাজাতে সারা বছর সমস্ত গাড়ি ধারাবাহিকভাবেই তল্লাশি করা হয়। নাকা চেকিং বজায় রাখি এবং শহরবাসী ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই কাজ চলে। এখন সেটা আরেকটু বাড়ানো হয়েছে। তবুও যাত্রীদের বলব, যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে কোনও ব্যাগ বা জিনিস অনেকক্ষণ পড়ে থাকতে দেখা যায় তাহলে দ্রুত নিকটবর্তী চেক পয়েন্ট বা আউটপোস্টে যোগাযোগ করতে হবে।

■ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় বাংলা নাট্য অ্যাকাডেমি ও পানিহাটি পুরসভার সহযোগিতায় রবিবার পানিহাটির লোকসংস্কৃতি মঞ্চে পঞ্চবিংশ নাট্যমেলার উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবশংকর হালদার, পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে-সহ বিশিষ্ট গুণিজনেরা।

বঞ্চিত বাংলা '২৬- এ জবাব দেবে: চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, হুগলি : বঞ্চিত বাংলা আগামী ২০২৬-এ জবাব দেবে। বাংলার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনবিরুদ্ধ নির্বাচনী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হুগলি জেলা আইনজীবীদের এক প্রতিবাদ সভায় গর্জে উঠলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অসম এই পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন আছে আগামী বছর। এর মধ্যে কেরল বাদে বাকি চার রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। কিন্তু অসমে হচ্ছে না। এর কারণ এই চার রাজ্যে বিজেপির বিরোধী দল শাসন করছে আর অসমে শাসন করছে বিজেপি। তাই ওখানে এসআইআর হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, এসআইআর হোক কিন্তু কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়ে।

২ দফায় নির্বাচন হয়েছে বিহারে। দেখা গিয়েছে, প্রথম দফায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। তার মধ্যে ২৬ লক্ষ মহিলা ভোটার রয়েছে। এদিকে বিজেপি বলছে, মহিলা ভোট অন্যান্য বারের থেকে ৯ শতাংশ বেশি পড়েছে। তাদের দেওয়া হিসেবেই মিলছে না। তাই নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। দিল্লির বিস্ফোরণ-কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। বলেন, একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়ে গেল রাজধানী দিল্লির বুকে। আর আপনি ভুটানে রয়ে গেলেন। এলেন না দিল্লির ঘটনাস্থলে।

■ হুগলিতে আইনজীবীদের প্রতিবাদ সভায় বক্তা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী, সুবীর মুখোপাধ্যায়, সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, আইনজীবী সুব্রত ভট্টাচার্য-সহ আইনজীবীরা।

মঙ্গলবার থেকে শুরু এসএসসির ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন : ২০ হাজার নামের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে এসএসসি। আগামী কাল ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ এবং নথি যাচাই পর্ব। এই প্রক্রিয়া চলবে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত ৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে ১২,৪৪৫টি শূন্যপদের জন্য শিক্ষক নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, ডিসেম্বরেই সম্পন্ন হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। লিখিত পরীক্ষার ৬০ নম্বর, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর, এই তিনটির ভিত্তিতে ৮০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখেই সাজানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট তালিকা। লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা কত নম্বর পেয়েছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে তালিকায়।

■ বারুইপুরে ধপধপি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শনে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

■ বিধাননগর পুরসভার ২৯ নং ওয়ার্ডে বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে উপস্থিত থেকে কাজের তদারকি করলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। রবিবার।

যুবক খুন

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাইক সারাইয়ের দোকানে বকেয়া ছিল মাত্র ৩০০ টাকা। সেই টাকার জন্যই যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার বাগনানে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম আব্দুর রহমান (৩০)। বাড়ি পশ্চিম বাইনানের দক্ষিণ হাওয়ালে। বাইক সারানো বাবদ বকেয়া ৩০০ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে যুবককে মারধরের পাশাপাশি তাঁর মাথায় রড দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ ওঠে এলাকারই চার যুবকের বিরুদ্ধে।

সার্ভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যানসার নির্ণয় শিবির

সংবাদদাতা, কোন্নগর : হালফিলের যুগে মহিলাদের মধ্যে সবথেকে বেশি যে রোগ দেখা যাচ্ছে তা হল সার্ভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যানসার। এই দুই মারণ রোগের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই কোন্নগর স্বাস্থ্যমেলা কমিটি(পিপলস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন)-র উদ্যোগে বিনামূল্যে মহিলা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং সার্ভাইক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যানসার নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হল। রবিবার মোট ১৫৫ জন এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। নারায়ণা হসপিটাল, জিমস হসপিটাল, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট, এভারগ্রিন হেলথ সেন্টার, লুপিন, অ্যাবোর্ট, পালস ফার্মা, এমকিওর ফার্মা প্রভৃতি সংস্থা এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত ছিল। এছাড়াও জেনারেল মেডিসিন, স্ত্রীরোগ, ডায়াটেশিয়ান, সুগার, ইউরিক অ্যাসিড, হিমোগ্লোবিন নির্ণয়, বিএমডি, নিউরোপ্যাথি, থাইরয়েড, পালমোনারি ফাংশন টেস্টও করা হয় এই শিবিরে।

ছবি তুলতে গিয়ে মৃত্যু

সংবাদদাতা, বসিরহাট : এসআইআর ফর্ম পূরণের জন্য ছবি তুলতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রাহিমা বিবি নামে এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার কালিকাপুর গ্রামে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বছর পঞ্চাশের রাহিমা বিবি এসআইআর ফর্মের জন্য ছবি তুলতে গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের একটি দোকানে। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। পিছন থেকে একটি বাইক সজোরে তাকে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হয়ে ছিটকে পড়েন রাস্তায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি কিভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

রাজ্য
17 November, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার বসিরহাটে এসআইআর ক্যাম্পে জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা

রাজ্যপালের অসাংবিধানিক মন্তব্য, ধুয়ে দিলেন কল্যাণ

প্রতিবেদন : চূড়ান্ত অসাংবিধানিক এবং কুরুচিকর মন্তব্য বিজেপির 'দলদাস' রাজ্যপাল বোসের! একজন রাজ্যপাল কীভাবে এমন কুরুচিকর মন্তব্য করতে পারেন? শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে রাজ্যপাল বোসের অশালীন বক্তব্যের পাল্টা প্রশ্ন সাংসদের। বোসকে কল্যাণের পাল্টা হুঁশিয়ারি, সাংবিধানিক পদে বসে আপনি গণতন্ত্রকে হত্যা করেন! রাজ্যপাল হয়ে আপনি বিজেপির দালালি করেন! আপনার প্ররোচনামূলক মন্তব্যের জন্য তৃণমূল কর্মীদের খুন হতে হয়। রাজ্যপালের রক্ষাকবচ থাকতে পারে। তবে তিনি যদি অসংবিধানিক কথা বলে মামলা করার হুঁশিয়ারি দেন, তাহলে আমিও পাল্টা মামলা করতে পারি!

রাজ্যপালকে আক্রমণ করে কল্যাণের মন্তব্য, গতকাল তিনি বলেছিলেন বাংলায় নাকি আইনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত! এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কুরুচিকর আক্রমণ, যা ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এইধরনের প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা কি রাজ্যপালের কাজ? সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপালের কাজ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা। সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, কোনও রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। আর রাজ্যপাল বোস শুধু কেন্দ্র সরকারেই নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন!

রাজ্যপালকে কল্যাণের খোলা চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে একটা উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি করুন। একদিকে আপনি, একদিকে আমি। সাংবাদিকদের সামনে প্রমাণ করে দেব, আপনি কীভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। সাহস থাকলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। রাজ্যপাল হয়ে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করলে, রাজনৈতিকভাবে পাল্টা আক্রমণ সহ্য করার ক্ষমতা রাখতে হবে! তিনি গণতন্ত্রের হত্যাকারী। প্রতিদিন তিনি সংবিধানকে খুন করছেন! এরপর একটাও প্ররোচনামূলক কথা বললে, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় এফআইআর হবে।

রাজ্য জুড়ে শেষ ৯৯.৬ শতাংশ এমুনারেশন ফর্ম বিতরণের কাজ

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কর্মসূচিতে রাজ্যে প্রায় ৯৯.৬ শতাংশ ভোটারকে এমুনারেশন ফর্ম বিতরণ করা গেলেও, শহরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে এখনও বড় সমস্যা রয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৬টি শহরকেন্দ্রিক কেন্দ্রে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটার নিখোঁজ। নির্দিষ্ট ঠিকানায় তিন দফা পরিদর্শন করা সত্ত্বেও বুথ-স্তরের কর্মীরা তাঁদের খুঁজে পাননি। ফলে ওইসব এলাকায় ফর্ম বিতরণের হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছে।

শনিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের বক্তব্য, নিখোঁজ ভোটারদের পেছনে তিনটি বড় কারণ কাজ করছে। প্রথমত, শহরের বিভিন্ন বস্তি ও ঝুপড়ি এলাকায় গত কয়েক বছরে বহু উচ্ছেদ হয়েছে, সেখানে তৈরি হয়েছে বহুতল আবাসন। পুরনো বাসিন্দারা অন্যত্র সরে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা বিএলওদের নতুন ঠিকানা জানাননি। ফলে ফর্ম বিলি করা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, শহরে ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারীদের মধ্যে অনেকেই কাজের সুবাদে বা ব্যক্তিগত কারণে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। বাড়ির মালিক বা প্রতিবেশীরা বলতে পারছেন না, তাঁরা কোথায় গিয়েছেন। নির্দিষ্ট ঠিকানায় তিনবার যাওয়ার পরেও বিএলওরা তাঁদের খুঁজে পাচ্ছেন না। তৃতীয়ত, কিছু এলাকায়— যেমন আলিপুরদুয়ার— অনেক ভোটার প্রতিবেশী রাজ্য অসমে চলে গিয়েছেন। খড়গপুরের রেলওয়ে কোয়ার্টার থেকেও বহু ব্যক্তি নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ অবসর নিয়েছেন, কেউ বা চাকরির সূত্রে অন্যত্র গিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, বীরভূম, হাওড়া, উত্তর কলকাতা, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু কেন্দ্রে এই সমস্যা সবচেয়ে প্রকট বলে কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিএলওদের অ্যাপে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে কোন ভোটার 'লোকেটেবল নন'—অর্থাৎ তিন দফা পরিদর্শনেও যাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফর্ম জমা দেওয়ার পর খসড়া ভোটার তালিকায় কোন কোন নাম বাদ পড়েছে তা স্পষ্ট হবে। সেই ভোটাররা চাইলে ৮ জানুয়ারির মধ্যে ফর্ম নং ৬ দাখিল করে নাম রিভিশনের আবেদন করতে পারবেন।

রায়দিঘির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে একাধিক পরিষেবার উদ্বোধন

প্রতিবেদন : গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে জুড়ল নতুন অধ্যায়। এর পাশাপাশি চালু করা হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। যার মাধ্যমে প্রান্তিক এলাকায় পৌঁছে যাবে চিকিৎসা পরিষেবা। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং এলাকার চিকিৎসা পরিকাঠামোকে আরও আধুনিক, সুদৃঢ় ও গতিময় করতে একাধিক পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মথুরাপুরের বাপি হালদার।

প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট এবং সাংসদ তহবিলের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রায়দিঘি রুরাল হসপিটালের আধুনিক মিটিং হল নির্মাণ সম্পন্ন হল। পাড়ায় পাড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু করা হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র।

সাংসদ বাপি হালদার বলেন, মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজভাবে ও উন্নত করতে আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছি। এই মিটিং হলটি শুধু হাসপাতালের আধুনিকীকরণের অংশ নয়, রায়দিঘির স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আধুনিক মিটিং হলের অভাব ছিল হাসপাতালে। প্রশাসনিক বৈঠক, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মশালা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে

■ স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্বোধনে সাংসদ বাপি হালদার।

তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য এই হলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নতুন ভবন নির্মাণের ফলে হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজের মান আরও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী-আধিকারিকেরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘি বিধায়ক ড. অলক জলদাতা, জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভান্ডারি, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিনীথ রঞ্জন-সহ হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মী ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

এসআইআর সচেতনতায় নয়া উদ্যোগ

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নয়া উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। এবার এসআইআর-এ সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার দিতে চলেছে কমিশন। সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় চালু করা হয়েছে বিশেষ প্রচারাভিযান। কমিশন জানিয়েছে, SIR প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও ভোটার যদি ভিডিও বা রিলস তৈরি করেন এবং তা নিজের X হ্যান্ডেল বা ইনস্টাগ্রামে *#HarYogyaMatdataZaruri* ট্যাগ করে পোস্ট করেন, তবে কমিশন সেই রিল বা ভিডিও তাদের সমস্ত অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করবে। পাশাপাশি নির্বাচিত ভিডিও নির্মাতাদের পুরস্কৃতও করা হবে।

উদ্দেশ্য একটাই— এসআইআর নিয়ে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করা, ভোটার তালিকা সংশোধনের গুরুত্ব বোঝানো এবং একজনও যোগ্য ভোটার বাদ না পড়েন—এই বার্তা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। কমিশনের আশা, এই ডিজিটাল ক্যাম্পেনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে সকল বয়সের নাগরিকের কাছে এসআইআর প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আরও দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে পৌঁছে যাবে।

■ ভবানীপুর কেন্দ্রে এসআইআর সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুব্রত বক্সি, সাংসদ মালা রায়, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি, দেবলীনা বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

■ এসআইআর নিয়ে হাবড়া বিধানসভার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা।

■ রবিবার বারাসত ব্লক ১ বড়া তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও বস্ত্রদান। ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ অন্যরা।

ভাঙড়ে বাধা দিতেই গুলি আইএসএফের

সংবাদদাতা, ভাঙড় : বিনা অনুমতিতেই চলছিল রাস্তা আটকে গেট তৈরি। বাধা দিতেই চলল গুলি। রক্তদান শিবিরের গেট তৈরিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ভাঙড়ে। প্রকাশ্যে এল আইএসএফের নিন্দনীয় রূপ। ভাঙড় দু'নম্বর ব্লকের পোলেরহাট থানার পাকাপোল সংলগ্ন ছয়ানি এলাকার ঘটনা। আগামী ২৩ নভেম্বর ওই এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে আইএসএফ। সেই শিবিরকে কেন্দ্র করে এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা বিনা অনুমতিতেই নওশাদ সিদ্দিকির ছবি দেওয়া গেট তৈরি করছিলেন। সেই কাজে প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা, ধাক্কাধাক্কি থেকে মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে আইএসএফের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ তুলেছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর দাবি, তৃণমূলের মাঝেই আইএসএফ কর্মীরা গুলি ছোড়ে।

লাটাগড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়ক থেকে একটি বার্কিং ডিয়ার ও একটি সম্বরের দেহ উদ্ধার করল বন দফতর। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান

বাংলার শ্রমিকদের অঙ্গীকার, ২৬শে দিদির সরকার

আইএনটিটিইউসি’র ডাকে লাগাতার চলবে সমাবেশ

অনুরাধা রায়

‘বাংলায় শ্রমিকদের অঙ্গীকার, ২৬শে দিদির সরকার’ বার্তা নিয়ে আইএনটিটিইউসি’র ডাকে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সমাবেশ। সোমবার ১৭ নভেম্বর শিলিগুড়ির এনজেপির নেতাজি মোড়ে হবে সমাবেশের সূচনা। নেতৃত্ব দেবেন আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি নির্জল দে, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সমাবেশ প্রসঙ্গে আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সূচনার পর এর ঢেউ আছড়ে পড়বে গোটা রাজ্য জুড়ে। ২০২৬-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই সমাবেশ হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সবমলিয়ে প্রায় ৩০টি সমাবেশ হবে। এর মধ্যে প্রথম সমাবেশটি হচ্ছে শিলিগুড়িতে। এরপর চলতি মাসের ২১ তারিখ মৎস্যজীবীদের সমাবেশ হবে কাঁথিতে। ২২ তারিখ বিদ্যুৎ কর্মীদের সমাবেশ হবে কলকাতায়। ২৯ তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলার সমাবেশ হবে গোপিবল্লভপুরে। ৩০ তারিখ হুগলিতে হবে সমাবেশ। এরপর ঠিক হবে সমাবেশের পরবর্তী রূপরেখা। অর্থাৎ নভেম্বরে শুরু হয়ে নতুন বছরের শুরুতে শেষ হবে সমাবেশ। ঋতব্রত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন। অসংগঠিত শ্রমিকদেরও উন্নয়ন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই। বিএমএসওয়াই বা বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ৩৭ লক্ষ শ্রমিক টাকা পেয়ে গিয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রত্যেকটি বিষয় এই সমাবেশের মূল বিষয়বস্তু।

কোথায়, কবে

- সবমলিয়ে প্রায় ৩০টি সমাবেশ হবে।
- প্রথম সমাবেশটি হচ্ছে আজ শিলিগুড়িতে।
- ২১ নভেম্বর মৎস্যজীবীদের সমাবেশ কাঁথিতে।
- ২২ নভেম্বর বিদ্যুৎ কর্মীদের সমাবেশ কলকাতায়।
- ২৯ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম জেলার সমাবেশ গোপিবল্লভপুরে।
- ৩০ তারিখ হুগলিতে সমাবেশ।
- এরপর ঠিক হবে সমাবেশের পরবর্তী রূপরেখা।

■ মৃত কমলা রায়ের বাড়িতে প্রতিনিধিরা।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী কমলার পরিবারের পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ভিটে মাটি হারাতে হবে না তো? সার শুরু পর থেকেই ছিলেন আতঙ্কে। আত্মঘাতী হন জলপাইগুড়ির সাতকুরার বাসিন্দা কমলা রায় (৫২)। চা-বাগানের মধ্যে একটি গাছ থেকে কমলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শোকার্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে দল। রবিবার মৃতের বাড়িতে যান জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশে থাকার কথা দেন। কমলাবাবু পেশায় টোটোচালক ছিলেন। এদিন তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামেন এলাকার টোটোচালকরা। আজ, সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের আরও একটি প্রতিনিধি দল যাবেন মৃত কমলা রায়ের বাড়িতে। এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কমলা রায়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-১ তৃণমূল সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিমল দাস বলেন, কমলার বাড়ির সকলের ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এরপরও কমলার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। সকলকে জিজ্ঞেস করতেন কী হবে, আতঙ্কে ছিলেন। এরপরই মর্মান্তিক পরিণতি। এসআইআরের নামে বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে খেলায় নেমেছে এর জবাব মানুষই তাদের দেবে।

সরস মেলায় রেকর্ড বিক্রি করে প্রথম বীরভূমের স্টল

কায়েস আনসারি ● দার্জিলিং

সরস মেলায় রেকর্ড বিক্রি করে প্রথম পুরস্কার জিতল বীরভূমের স্টল। ২০ দিনে ৬০ লক্ষ টাকার বিক্রি করে রীতিমতো রেকর্ড তৈরি করেছে বীরভূমের স্টলটি। প্রত্যেক বছরই দার্জিলিংয়ের সরস মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের তৈরি জিনিসের পসরা নিয়ে যান। থাকে শান্তিনিকেতনের কাঁথাস্টিচের চাদর, ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, ব্যাগ, রুপো-দস্তার গয়না। এছাড়াও থাকে বিভিন্ন জেলার নানারকম শুকনো খাবারের স্টলও। ঝাঁপিয়ে পড়ে কেনাকাটা করেন পাহাড়ের স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দার্জিলিংয়ের ম্যালে সরস মেলার সূচনা হওয়ার পর থেকেই পাহাড়ের অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। গত বছর সাড়ে সাত কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল এই মেলা। এবছর শুধুমাত্র বীরভূমের স্টল থেকে ৬০ লক্ষ টাকা উঠে এসেছে। ফলে এবছর আয় আরও বেড়েছে। আট কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। রেকর্ড ব্যবসা হওয়ার ফলে বীরভূমের স্টলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রথম হওয়ার স্মারক। খুশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা এবং মেলা কর্তৃপক্ষও। পরের বছর আসবেন? প্রশ্ন করতেই স্মারক হাতে বীরভূমের স্টলের এক মহিলা জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ করে দিচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গায় মেলা করছি। পাহাড়ে এসে খুব ভাল লাগে। পরের বছরের অপেক্ষায় থাকব।

■ প্রথম হয়ে খুশি বীরভূমের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

ফুটবলেও মেয়েদের দাপট

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উত্তরের দিশারী’র উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের আন্তঃজেলা মহিলা নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ আজ বিকেলে অনুষ্ঠিত হল। দুপুর থেকে খেলার উন্মাদনায় জমে উঠেছিল গোটা মাঠ। নারীশক্তির প্রদর্শন আর প্রতিযোগিতার তীব্রতা—দুয়ের সংমিশ্রণে দর্শকরা উপভোগ করলেন এক দারুণ ফুটবল লড়াই। বিকেল ৩টে নাগাদ ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র ও উপ-মেয়র। তাঁদের উপস্থিতি খেলোয়াড়দের মনোবল আরও বাড়িয়ে দেয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, নারী ক্রীড়াবিদদের এগিয়ে যেতে এ ধরনের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জঙ্গল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ডাবগ্রামে দম্পতির দেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে স্থানীয় জঙ্গল থেকে স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। স্বামী তপন রায়ের দেহ এলাকার একটি গাছে ঝুলছিল, অন্যদিকে পাশেই নদীতে পড়েছিল স্ত্রী অণিমা রায়ের দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দম্পতি ভোলানাথপাড়া এলাকায় থাকতেন। অণিমাদেবী একটি কারখানায় কাজ করতেন। তপন রায় রাজমিস্ত্রি। প্রতিদিন কাজের পর দু’জনে একসঙ্গেই বাড়িতে ফিরতেন। তবে শনিবার কেউই বাড়ি ফেরেননি। তাঁদের পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পুলিশ তল্লাশি করতেই রবিবার সকালে জোড়া দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দু’জনের গলাতেই মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। খুন নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নয়া বাসস্ট্যান্ড পাচ্ছে রায়গঞ্জ

■ বাসিন্দাদের দাবি মেনে হচ্ছে বাসস্ট্যান্ড। রবিবার রায়গঞ্জে বাসস্ট্যান্ডের কাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় নির্মীয়মাণ নতুন পাবলিক বাসস্ট্যান্ডে থাকবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। যাতে এই নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায় সে-বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন বিধায়ক। কথা বলেন কাজের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে। কাজের মান ও গতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। নতুন বাসস্ট্যান্ড চালু হলে রায়গঞ্জবাসীর যাতায়াত আরও সহজ হবে।

জাতীয় সড়কে আধার কার্ড উদ্ধার

■ জাতীয় সড়কের ধারে মিলল ১৬টি আধার কার্ড। আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানার জটেশ্বরে। স্থানীয়দের কাছে ঘটনার খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ পড়ে থাকা আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, ওই আধার কার্ডগুলো ফালাকাটা শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। কিন্তু শহরের বাসিন্দাদের আধার কার্ড কীভাবে জটেশ্বরে রাস্তায় পড়া অবস্থায় পাওয়া গেল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 November, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বোলপুরেও কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিএলও

সংবাদদাতা, বীরভূম : নির্বাচন কমিশনের দিনের পর দিন নিত্যনতুন আবদার। তাতেই এসআইআর নিয়ে কর্মরত বুথ লেভেল অফিসারদের নাজেহাল অবস্থা। পান থেকে চুন খসলেই আবার শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে। এমন প্রবল চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বিএলও-দের। আর তাতেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এবার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রাথমিক শিক্ষক গোলাম নেহরু মণ্ডল। বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের লোহাগড় ১৭৮ নম্বর বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছিলেন। রবিবার সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করায় স্ত্রী সোনাহারা খাতুন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন। স্ত্রী জানিয়েছেন, কয়েকদিন থেকেই শরীর খারাপ লাগছে বলছিল। এসআইআর-এর জন্য নির্বাচন কমিশন যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে, সেই চাপ ওর পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। শনিবার রাত থেকে হঠাৎ করেই শরীর খারাপ হয় এবং বুকে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করি। জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি হাসপাতালে গোলামকে দেখতে যাই। ওঁর সুস্থতা কামনা করি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকদিন বিএলওদের ওপর নতুন নতুন নিয়ম জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি ভয় দেখাচ্ছে কোনও ভুল হলে শাস্তি পেতে হবে। যে এসআইআর করতে ন্যূনতম এক থেকে দেড় বছর লাগে সেই কাজ মাত্র একমাসের মধ্যে করতে বলছে কমিশন। যেটা একেবারেই অসম্ভব।

অসুস্থ বিএলওকে দেখতে হাসপাতালে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনসংযোগ বাড়ান, বাড়ি বাড়ি যান, কর্মীদের বললেন স্বপন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : জনসংযোগ বাড়ান, কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যান। নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ডিজিটাল যোদ্ধা ও বিএলএ-দের নিয়ে যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি কলেজে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় রবিবার। মূলত ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের অভিমুখ ঠিক করে দেওয়া হয় এই কর্মশালা থেকে। রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। ফর্ম পূরণে মানুষের একাধিক জিজ্ঞাস্যের উত্তর সহজেই দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার উপর জোর দেওয়া হয় এই কর্মশালায়। একই সঙ্গে সর্বতোভাবে সকলস্তরের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, 'বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'দের কথা।

কর্মশালায় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। রবিবার।

যাঁদের মাধ্যমে তৃণমূল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরতে ও একইসঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমেও কর্মীদের সড়গড় করতে চাইছে।

এদিন বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা প্ল্যাটফর্মে যুব তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সার্বিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান করা হয় এবং যাতে এই প্ল্যাটফর্মে কর্মীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য সকল কর্মী-সমর্থককে একযোগে কাজ করতে বলেন স্বপন।

এদিন স্বপন ছাড়াও ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলা এসটি-ওবিসি সেলের সভাপতি তথা বিধায়ক অলোককুমার মাঝি, বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারির চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী প্রমুখ।

তৃণমূলের ক্যাম্পে বিজেপির হামলা

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে তৃণমূলের সেই সহায়তা ক্যাম্পে রবিবার ভাঙচুর চালাল বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ভেকুটিয়ায়। হামলায় স্থানীয় বিধায়ক গদ্দার অধিকারীর প্ররোচনা রয়েছে বলে অভিযোগ। রাস্তার পাশেই বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী অঞ্চল তৃণমূলের সহায়তা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। রবিবার ছুটির দিন সকাল থেকে ক্যাম্পে নেতা-কর্মীরা ছিলেন। তৃণমূলের অভিযোগ, সকাল ৯টার পর বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আচমকা হাতে বাঁশ লাঠি নিয়ে চড়াও হয়। ভাঙচুর চালায় তারা। তৃণমূলের কর্মীরা প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। রবিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ তৃণমূল নেতারা। উল্লেখ্য, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ওই এলাকা থেকে পৃথক এক কর্মসূচির জন্য যেতে দেখা যায় ওই এলাকার বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতাকে। নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, মানুষের সহায়তার জন্য যে ক্যাম্প করা হয়েছিল তাতে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ওই এলাকা থেকে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ককে যেতে দেখা যায়। ঘটনাটি তাঁর উস্কানিতে ঘটানো হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে।

দুই কেপমার ধৃত

সংবাদদাতা, তমলুক : জেলের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়েছিল দু'জনের। ছাড়া পেয়ে দুই বন্ধু মিলে কেপমারির সিদ্ধান্ত নেয়। জেলায় একের পর এক কেপমারি করতে থাকে দুই বন্ধু। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল হল দুই বন্ধুর। দু'জনের একজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার সাদ্দাম আলি মণ্ডল, অপরজন বারুইপুরের রঙ্গলাল শেখ। তদন্তে নেমে গত মাসের শেষের দিকে রঙ্গলাল তমলুক থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বন্ধু সাদ্দামের নাম উঠে আসে। এরপর শনিবার রাতে জয়নগর থেকে সাদ্দামকেও গ্রেফতার করেছে তমলুক থানার পুলিশ।

পাড়ায় সমাধান-এ দাবি জানানো বিশ্রামাগারের শিলান্যাস হল হলদিয়ায়

পাড়ায় সমাধান শিবিরে আর্জি নিয়ে স্থানীয় মানুষজন।

সংবাদদাতা, হলদিয়া : দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দাবি, গড়ে তোলা হোক বিশ্রামাগার। মানুষের সেই দাবি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তাতেই কিসমত শিবরামনগর গ্রামের বাসিন্দারা এলাকায় যাত্রী বিশ্রামাগার তৈরির আবেদন জানান। তাতে সাড়া দিয়েই বিশ্রামাগার তৈরির কাজের সূচনা হল রবিবার। সুতাহাটা থেকে সিটি সেন্টার যাওয়ার জন্য দীর্ঘ বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তায় কোনও বিশ্রামাগার নেই। আশপাশের ৮ থেকে ১০টি গ্রামের মানুষ ওই পথ ধরে যাতায়াত করেন। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্রামাগার না থাকায় সমস্যায় ভুগছিলেন। মাস খানেক আগে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষজন বিশ্রামাগারের দাবি জানান। সেই দাবি মেনে ১০ লক্ষ টাকা খরচে শিবরামনগর বাণীশ্রী মোড়ে তৈরি হতে চলেছে বিশ্রামাগার। রবিবার নারকেল ফাটিয়ে বিশ্রামাগারের শিলান্যাস করেন জেলা পরিষদের সদস্য ভবতোষ পাত্র, হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌমিতা ঘড়াই, দেভোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি মাঁতি প্রমুখ। তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে মানুষের বিশ্রামাগারের দাবি ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নযজ্ঞে সেই দাবি মিটল।

কৃষ্ণনগর থিয়াস-এর নাট্যমেলায় দর্শকদের ভিড়

সংবাদদাতা, নদিয়া : পশ্চিমবঙ্গ নাট্যমেলার অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সহায়তায় এবং স্যার রতন থিয়ামের স্মরণে থিয়াস নাট্যমেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। উদ্যোগ কৃষ্ণনগর থিয়াসের। এই নাট্যমেলায় ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর দু'দিনে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৫ নভেম্বর গোবরডাঙা শিল্পায়ন নিবেদিত উদ্বোধক নাটকটি পরিবেশিত হয়। এছাড়াও একাধিক নাটক রবীন্দ্রভবনে ১৬ তারিখে পরিবেশিত হল বলেই জানালেন কৃষ্ণনগর থিয়াসের পরিচালক সুমন গোস্বামী। বলাই বাহুল্য, কৃষ্ণনগর সংস্কৃতির শহর। শহরে নাট্যপ্রেমী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। তাঁরা নাট্যমেলার প্রথম দিন থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন রবীন্দ্রভবনের হলে। শীতের সন্ধ্যার আমেজে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নাট্যপ্রেমীরা নানা স্বাদের নাটক দেখে উচ্ছ্বসিত। মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে তাঁরা শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। সিনেমা, রিল-এর জমানায় নাটক দেখতে এত মানুষ এসেছেন, তাঁদের আগ্রহ দেখে উদ্যোক্তারা খুব খুশি। তাঁরা জানালেন, এই ধরনের নাট্যপ্রেমীরাই বাংলার নাটকের দলগুলিকে অক্সিজেন জুগিয়ে চলেছেন।

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে নাট্যমেলায় মঞ্চস্থ নাটকে কুশীলবরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

17 November, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৭ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

পুরুলিয়ার বলরামপুরে নিজের ছেলেকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে রবিবার অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে স্থানীয় থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

ছক কষেই সিএএ শিবিরের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি, মানুষকে নিশ্চিন্ত করল তৃণমূল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফের উত্তেজনা ছড়াল। ক'দিন আগেই ওই ওয়ার্ডে বিজেপির এসআইআর ক্যাম্পে যোগ দিয়ে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি দিলীপ ঘোষ সিএএ ক্যাম্প করা হবে বলে মন্তব্য করে যান। রবিবার রাজ কলেজ কলোনি এলাকায় আরএসএস-ঘনিষ্ঠ পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু কমিটির সিএএ ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনও সরকারি নির্দেশ ছাড়াই এই ধরনের শিবির বসিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রথমেই শিবিরটি তুলে দেয়। কিছুক্ষণ পর ওই শিবিরের তিন সদস্য এলাকারই এক বাসিন্দার বাড়ি গিয়ে ক্যাম্প শুরু করলে ফের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, এই কমিটির আড়ালে মূলত বিজেপি কাজ করছে এবং আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে পূর্ব বাংলার মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঝাড়গ্রাম শহর

■ ঝাড়গ্রাম পুর ওয়ার্ডে সিএএ নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই পক্ষ।

তৃণমূল সভাপতি নবু গোয়ালা এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাত। পরে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া টিমও সেখানে পৌঁছালে দু'পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়, দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে ৭২টি পরিবার ঝাড়গ্রামে এসে বসতি গড়ে। পরে জেলায় গড়ে ওঠে ১৪টি উদ্বাস্তু কলোনি। একাত্তরে আরও বেশ কটি পরিবার ঝাড়গ্রাম আসেন। পরে আরও ১১টি পরিবার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস শুরু করেন। বেশিরভাগের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকলেও নতুনদের মধ্যে কিছু নাম নেই। তাঁদের বাড়িতেও ফর্ম পৌঁছেছে। দিলীপ ঘোষ এসআইআর ফর্মপূরণের শিবিরে এসে সিএএ শিবির করার কথাও বলার পরই সমাজমাধ্যমে তার প্রচার শুরু হয়। তৃণমূল সভাপতি নবু গোয়ালা বলেন, বাংলায় সিএএ কার্যকর হয়নি। রাজ্য সরকারের কোনও বিজ্ঞপ্তিও নেই। পূর্ববঙ্গের মানুষদের দলে টানতে বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে বাংলা ডিজিটাল যোদ্ধা ও ঝাড়গ্রাম জেলা সোশ্যাল মিডিয়া সেলের বিপ্লব পাল বলেন, বিজেপি ভয় ও বিভ্রান্তি ছড়াতে এসব করছে। একজনকেও নাগরিকত্ব দিতে পারেনি। মানুষকে ভুল পথে চালানোই ওদের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী কাউকেই দেশছাড়া হতে দেবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন।

বন্ধ থাকা উপ-বয়লার কার্যালয় পরিদর্শনে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, আসানসোল : দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকা কুলটির সীতারামপুরের উপ-বয়লার কার্যালয়ে রবিবার দুপুরে হঠাৎ পরিদর্শনে আসেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। সঙ্গে ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী মিশ্র ছাড়াও বরো চেয়ারম্যান রবিলাল টুডু, কাউন্সিলর সুশান্ত মণ্ডল, কুলটি ব্লক ২ তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন রায় প্রমুখ। মন্ত্রী জানান, এই বয়লার কার্যালয়টি বন্ধ রয়েছে। এখানে ইএসআই হাসপাতালের ডিসপেনসারি করা হবে। তাই দেখে গেলাম।

ভেড়ি থেকে মাছ চুরি অভিযুক্তকে গণপিটুনি

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : নজর এড়িয়ে ভেড়ি থেকে মাছ চুরি করে ধরা পড়ায় অভিযুক্তকে গণপিটুনি দিল ভেড়ির মালিক ও স্থানীয়রা। রবিবারের এই ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানার দয়ালচক এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা অশোক ভুঁইয়া ১৮ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছের ভেড়ি বানান। পাঁচ বছর ধরে ভেড়িতে ভেনামি চিংড়ি চাষ করছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবার বিপুল মাছ ছাড়া সত্ত্বেও পরে সেভাবে মাছ পাওয়া যায় না। রাতের অন্ধকারে মাছ চুরি হয়ে যায়। শনিবার রাতে ভেড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন মালিক-সহ চারজন। অভিযোগ, ভোরে আসুতিয়া গ্রামের কালিপদ মাইতি নজর এড়িয়ে মাছ চুরি করতে আসে। জাল ফেলে মাছ ধরে ব্যাগে ভরার সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ির মালিক দেখতে পেয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাঁকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে পালায় কালিপদ। কিছুক্ষণ পর ওই এলাকা থেকেই ফের তাকে ধরে ফেলেন ভেড়িমালিক। এরপর মালিক-সহ গ্রামবাসীরা তাকে মারধর শুরু করেন। পরে পুলিশ এলে তাদের ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। পুলিশ কালিপদকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। ভেড়িমালিকের দাবি, প্রতি বছর এভাবে মাছ চুরি করায় লোকসানে পড়তে হচ্ছে। ভগবানপুর থানার ওসি শাহেনশাহ হক বলেন, খবর পেয়েই পুলিশ গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে আনে।

যৌন নির্যাতন, ধৃত বৃদ্ধ

সংবাদদাতা, ভূপতিনগর : নাবালিকাকে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হল এলাকার বৃদ্ধ পঞ্চানন পয়ড়া। শনিবার ওই নাবালিকা পঞ্চাননের বাড়ি গেলে বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে সে তার ওপর যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানায় নাবালিকা। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করায় শনিবার রাতেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মশাগ্রাম স্টেশন এলাকায় আগুন অভিযোগ রেলের উদাসীনতা নিয়ে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ছুটির দিন হওয়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বর্ধমানের মশাগ্রাম স্টেশন এলাকার যাত্রীরা। রবিবার দুপুরে আচমকাই স্টেশনের টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন এলাকায় আগুন লেগে কালো ধোঁয়ায় গোটা এলাকায় ঢেকে যাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় গোটা স্টেশন এলাকা জুড়ে। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে প্লাস্টিকের বড় বড় পাইপ রাখা ছিল ওই জায়গায়। তাতেই লাগে ভয়াবহ আগুন। কয়েকশো মিটার দূর থেকে দেখা যায় কালো ধোঁয়া। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার সময় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন টিকিটের লাইনে। প্ল্যাটফর্মেও অনেকে ট্রেন ধরার অপেক্ষায় ছিলেন। আচমকা আগুন দেখে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়েন। খবর যায় দমকলে। একটি ইঞ্জিন এসে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল ও জামালপুর থানার পুলিশ। আসেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অলোককুমার মাঝি। তিনি জানান, দেখলাম ওখানে জড়ো করা পাইপে আগুন লেগে গিয়েছে। রেলের উদাসীনতায় জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

তৃণমূলের উদ্যোগে ফুটবল ম্যাচে এসে মাঠ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী শিউলির

সংবাদদাতা, কেশপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ব্লকের ৪ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পরিচালনায় ৮ দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা চলল দু'দিন ধরে। ফাইনাল খেলায় উপস্থিত মাঠে হাজির হন কেশপুরের বিধায়ক তথা খেলাধুলা করে বড় মাপের খেলোয়াড় তৈরি হোক এই কামনা করি। যেমন মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ আজ দেশের এক অনন্য কন্যা হয়ে উঠেছেন, সেইভাবে মেদিনীপুর জেলা তথা কেশপুর ব্লকের মেয়েরাও বিশ্বের দরবারে তাঁদের

■ মঞ্চে মন্ত্রী শিউলি সাহাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা। প্রতিযোগিতাটি ৪ নং অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মির্জা সাইসুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ৮টি দল অংশ নেয়। মন্ত্রী শিউলি সাহা খেলার মাঠটি সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে জানান, আগামী দিনে এই এলাকার ছেলেমেয়েরা জায়গা করে নিন। আমাদের রাজ্য সরকার প্রতিটি স্কুল ও ক্লাবকে খেলার সামগ্রী দিয়ে সেই সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতাও করছে। সেই সঙ্গে তিনি হাজার হাজার দর্শককে দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য ধরে বাঙালির প্রিয় ফুটবল খেলা দেখার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বাঁচিয়ে দিল সিট বেল্ট, গাড়ি দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেন সেনাকর্মী

সংবাদদাতা, ডেবরা : রবিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার দলবতিপুর এলাকায় ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর কন্টেনারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি প্রাইভেট কার। তবে সিট বেল্ট লাগানো এবং এয়ারব্যাগ থাকায় প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরলেন রাজারহাটের বাসিন্দা প্রাক্তন এয়ারফোর্স কর্মী। খড়্গপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে সেনাকর্মী তাঁর গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ওই কন্টেনারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারেন। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে ডেবরা থানার ট্রাফিক পুলিশ এসে গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ডেবরা থানার ট্রাফিক ওসি সাদ্দাম হোসেন জানান, গাড়িতে থাকা ব্যক্তি সিট বেল্ট পরে ছিলেন। এয়ারব্যাগ থাকায় প্রাণে বেঁচেছেন। না হলে যেভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে তাতে প্রাণহানি হতে পারত। তাই আমি মানুষকে আবেদন জানাব, বাইক চালালে হেলমেট পরুন। প্রাইভেট গাড়ি চালালে সিট বেল্ট পরুন।

■ ডেবরায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি।

অভিযোগ চুরির, তামিলনাড়ু পুলিশ শ্বশুরবাড়ি থেকে পাকড়াল জামাইকে

সংবাদদাতা, কাঁথি : ভিনরাজ্যে চুরি করে শ্বশুরবাড়িতে গা-ঢাকা দিয়েছিল গুণধর জামাই। আর সেখান থেকেই তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশ। শনিবার রাতের এই ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থানার পারুলিয়া এলাকার। ধৃত জামাইয়ের নাম ইকবাল খান (২৫)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর থানার দাঁতনে। অভিযুক্ত ইকবাল দীর্ঘদিন তামিলনাড়ুর এক হোটেলে কাজ করত। সেখানেই গৃহস্থবাড়িতে চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল ইকবাল। এই নিয়ে তামিলনাড়ু পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগও জমা পড়ে। এদিকে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে চলতি নভেম্বরের শুরুতে রাজ্যে ফিরে আসে ইকবাল। পুলিশ যাতে তাকে ধরতে না পারে সেজন্য কাঁথির পারুলিয়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে গা-ঢাকা দেয়। তামিলনাড়ুর পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁথি থানার পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে তামিলনাড়ু নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

17 November, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

একই নামের গেরোয় আটকে জীবিত ভোটার পেলেন না, মৃতার বাড়ি গেল এনুমারেশন ফর্ম

প্রতিবেদন : নামের গেরোয় জীবিত ভোটার পেলেন না এনুমারেশন ফর্ম। অন্যদিকে বিএলও ফর্ম দিলেন এক মৃতার বাড়ি। মেজিয়া ব্লকের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। ওই ব্লকের আরও দুই বাসিন্দা ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিলেও ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট থেকে তাঁদের নাম বাদ যাওয়ায় এনুমারেশন ফর্ম না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন। তাঁরা স্থানীয় বুথ লেভেল অফিসার ও রাজনৈতিক দলের বিএলএ-২দের দরজায় ঘুরছেন। সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, মেজিয়া ব্লকের অর্ধগ্রাম অঞ্চলের ৪৬নম্বর ক্ষীরাইতোড় বুথে কল্যাণী মণ্ডল নামে দু'জন রয়েছেন। তাঁদের একজন প্রয়াত। কিন্তু তাঁর নামে এনুমারেশন ফর্ম এসেছে। অথচ জীবিত কল্যাণী মণ্ডলের নাম ভোটার তালিকাতেই বাদ পড়েছে। ফলে তিনি এনুমারেশন ফর্ম পাননি। ওই ব্লকেরই রামচন্দ্রপুর ও ডাং মেজিয়ার দুই বাসিন্দা গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এবার তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

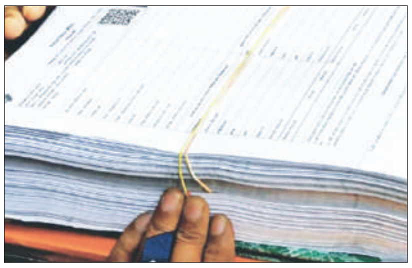

প্রত্যেকেই আমার লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। বিষয়টি নিয়ে বিএলএ-২ ও দলের নেতাদের বলেছি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে। জীবিত কল্যাণী দেবী বলেন, আমার বয়স ৬০-এর কাছাকাছি। ৬ নম্বর ফর্মে জন্মের শংসাপত্র, বাবার নথি-সহ অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সেসব আমার কাছে নেই। এখন কোথায় জোগাড় করব? কাদের ভুলে আমার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ল, তা প্রশাসন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিক। সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও বলেন, আমরা পোস্ট অফিসের মতো কাজ করছি। যাঁদের ফর্ম এসেছে, তাঁদের বাড়ি গিয়ে বিলি করছি। পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করে ফের তা প্রশাসনের কাছে জমা দিচ্ছি। এ-ব্যাপারে আমাদের করার কিছু নেই। মেজিয়া ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, তালিকা থেকে কারও নাম বাদ গেলে ফের তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পর ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে বাঁকুড়া শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার নামও তালিকা থেকে অজানা কারণে বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে এনুমারেশন ফর্ম না পৌঁছনোয় তাঁরা খোঁজখবর করে জানতে পারছেন লিস্ট থেকে নাম বাদ হয়ে গিয়েছে। আপাতত তাঁরা এসআইআর প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছেন। ফলে তাঁরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা করছেন। তবে এসআইআরের সঙ্গে এনআরসি-র কোনও সম্পর্ক নেই বলে প্রশাসনের আধিকারিকরা ভুক্তভোগীদের আশ্বস্ত করেছেন।

পুলিশের সাফল্য, বাসে উদ্ধার ৩২ কেজি গাঁজা, ধৃত একাধিক

সংবাদদাতা, নদিয়া : ফের জেলা পুলিশের ব্যাপক সাফল্য মিলল গাঁজার বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে। উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। গোপন সূত্রের খবরে নদিয়ার বড় আন্দুলিয়া থেকে চাপড়া থানার পুলিশের একটি স্পেশাল টিম করিমপুরগামী বাসে তল্লাশি চালিয়ে প্লাস্টিকের বালতি দিয়ে ঢাকা ৮ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে। ওজন আনুমানিক ৩২ কেজি বলে জানানো হয়। ঘটনায় বাসের হেল্পার অপূর্ব হালদার, বঙ্কিম বিশ্বাস, হামিদুল ইসলাম মিয়া, তরিবা খাতুন, প্রভাস বিশ্বাস-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধৃতদের কাছে এল এবং কোথায় পাচার করা হত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

■ বাসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হওয়া গাঁজা।

'সার' আতঙ্কে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ

(প্রথম পাতার পর)

ছিলেন সাকিলা। পরিবারের সদস্যদের বারবার বলতেন, এসআইআর হয়ে গেলেই পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। রবিবার ভোরে আচমকা রেল লাইনে শুয়ে পড়ায় তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায় বহরমপুর থেকে বেলডাঙাগামী মালগাড়ি। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মৃতার ভাইপো নাসিমুল শেখ বলেন, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় কাকিমার নাম থাকলেও কাকার নাম এবং বয়স ভুল আছে। কাকিমার কাছে যে নথি রয়েছে তাতে কোথাও কাকার নাম রয়েছে হচিউদ্দিন শেখ। ভোটার তালিকায় নাম আছে হচিউদ্দিন। কাকার নামে বিভ্রাট থাকায় কাকিমার ভয় ছিল। দুই মেয়ের নামও তালিকায় না থাকায় আতঙ্ক বেড়েছিল। বড় জামাই সেকেন্দার আলি বলেন, শাশুড়ি শুধু বলতেন পুলিশ আর মোদি ও যোগী তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। বুঝিয়েও কাজ হয়নি। কিছুদিন নিজেদের কাছে এনে রাখি। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেললাইনের দিকে চলে গিয়ে আত্মঘাতী হন। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ শামিম আখতার বলেন, আত্মঘাতী মহিলা এসআইআর শুরুর পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন। বহুবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। আশ্বস্ত করেছিলাম, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় স্বামীর নাম ভুল থাকলেও তাঁর নাম বাদ যাবে না। তা সত্ত্বেও আতঙ্ক কমেনি। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, বিজেপি নেতারা যেভাবে সাধারণ মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়ার ভয় দেখিয়ে চলেছেন তাতে অনেকেই আতঙ্কিত। এর জবাব অমিত শাহকে দিতে হবে।

কাজ করে টাকা চাইতে গেলে শ্রমিককে মারধর

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ। তার ওপর আবার টাকা চাইতে গেলে শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার উদয়পুর গ্রামের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে অভিযুক্ত শেখ আব্দুল ও তার ভাই শেখ ফারাজের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে পাঁশকুড়া থানায়। জানা গিয়েছে, পাঁশকুড়ার বিজয়ারামচকের বাসিন্দা হাসরত খান পেশায় একজন মার্বেল পাথরের শ্রমিক। অভিযুক্ত শেখ আব্দুলের অধীনে তিনি ১৬ দিন কাজ করায় সব মিলিয়ে মোট ১০ হাজার টাকা পাওনা হয় তাঁর। বেশ কয়েকবার টাকা চেয়ে পাঁচ হাজার টাকা পান তিনি। বাকি পাঁচ হাজার টাকা বারবার বলার পরেও মিলছিল না। গত সোমবার ওই ঠিকাদারকে পুনরায় টাকার কথা বলেন তিনি। এরপরই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। জখম শ্রমিককে পীতপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চার দিন ভর্তি থাকার পর গত শুক্রবার সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ করেন ওই শ্রমিক।

অবৈধ মদ রুখতে আবগারি-অভিযান ৭ মাসে জেলায় ধরা পড়ল ১৬৮ জন

সংবাদদাতা, তমলুক : লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের আড়ালে অবৈধভাবে দেশি-বিদেশি মদ চড়া দামে বিক্রি রুখতে মাঠে নেমেছে জেলা আবগারি দফতর। আর তাতেই গত ৭ মাসে মেলে ব্যাপক সাফল্য। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে গত ৭ মাসে ১৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৬৫৫টি মামলা দায়ের করেছে আবগারি বিভাগ। মূলত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জেলায় মদের চাহিদা বিপুল হয়। বিশেষত দিঘা, মন্দারমণির মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে রেকর্ড মদ বিক্রি হয়। বহু বিক্রেতা অবৈধভাবে চড়া দামে মদ বিক্রি করে। গত বছর এই নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়ে। তাই এ বছর যাতে কোনও অভিযোগ না আসে আগেই সতর্ক হয়েছে আবগারি দফতর। জেলায় মোট লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ২৯১। অধিকাংশ দোকানেই ই-শপ সিস্টেম চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিক্রিত সমস্ত তথ্য সরাসরি আবগারি দফতরের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আবগারি দফতরের নজর এড়িয়েও মদ বিক্রি হয়। চলতি বছর এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার অভিযান চালায় আবগারি বিভাগ। বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২১,৩৭৫ লিটাররাম বা ভদকা, ২,৩০৯ লিটার বিয়ার, ১,৪০০ লিটার ওভারপ্রুফ স্পিরিট উদ্ধার হয়। এছাড়াও ২৪টি টোটো ও সাইকেল বাজেয়াপ্ত করে আবগারি বিভাগ। বর্তমানে জেলায় রোজ গড়ে ৪ কোটি টাকার বেশি মদ বিক্রি হয়। এ বছর টার্গেট ১৯৬৪ কোটি টাকার। অক্টোবর পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ১০৯৫ কোটি টাকার মদ। ফলে বিপুল রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাজস্ব ফাঁকি দিতে বহু ক্ষেত্রেই অবৈধভাবে মদ বিক্রি হয়। জেলার আবগারি সুপার মণীশ শর্মা বলেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অবৈধ মদ বিক্রির প্রবণতা রয়েছে। সেটা রুখতেই এই অভিযান।

অনশন তুলতে অনুরোধ

(প্রথম পাতার পর)

ঠাকুরের নেতৃত্বে আমরণ অনশন চলছে মতুয়া সম্প্রদায়ের। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা নিয়ে সেই অনশন মঞ্চে পৌঁছন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ। সেখানে অনশনরত মমতাবালা ঠাকুর-সহ মতুয়া প্রতিনিধিদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন তাঁরা। অনশনরত মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশে দুই মন্ত্রী বলেন, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মতুয়া সম্প্রদায়ের এই প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস সবরকমভাবে তাঁদের পাশে রয়েছে। তবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, বিজেপি একটি হৃদয়হীন দল। তারা এই অনশনের মর্ম বুঝবে না, মর্যাদাও দেবে না। তাই বৃহত্তর পর্যায়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে সুস্থ থাকতে হবে।

মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, মতুয়াদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বিজেপি। ২০১৯ সালে বিজেপির শান্তনু ঠাকুর মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যে মতুয়াদের ভোটে জয় পেয়েছিলেন, আজ তাঁদেরই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ভারতে আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল কোনও জাতিকে এতবড় অপমান করেনি, যেটা বিজেপি করছে! আবার মন্ত্রী শশী পাঁজা মানুষকে সতর্ক করে বলেন, কাগজপত্র দেখানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন! বিজেপি বাংলাকে, বাংলার মানুষকে এবং বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অপমান করছে। কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূলের লড়াই চলবে। তৃণমূলের অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধে মতুয়ারা জানিয়েছেন, তাঁরা আলোচনা করবেন।

তৃতীয় বছর আরও বড় আকারে দুর্গাপুর উৎসব

আন্তর্জাতিক শিল্পীরা আলো ছড়াবেন মেলার মাঠে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর দুর্গাপুরের রাজীব গান্ধী মেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বর্ণময় দুর্গাপুর উৎসব। রবিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করল উৎসব কমিটি। তৃতীয় বছরে পা রাখা এই জনপ্রিয় উৎসবে থাকছে বিশেষ চমক। এবার উৎসবে মঞ্চে হাজির থাকবেন আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও। যা উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে জানান আয়োজকরা। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল-সহ দুর্গাপুর উৎসব কমিটির

■ সাংবাদিক বৈঠকে প্রদীপ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি দত্ত, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ। রবিবার।

কর্মকর্তারা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, তৃতীয় বছরে পড়ছে এই উৎসব। বড়সড় চমক থাকছে। মেলা বসবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। দুর্গাপুরের মানুষের মন জয় করে নেবে এই উৎসব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
১৭ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

17 November 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

শনিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলায় এসইউভি গাড়ির সঙ্গে ডাম্পার ট্রাকের সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত অন্তত ৫। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাত প্রায় ১০.৩০ মিনিটে বুদগামের পালার এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে

নীতীশ-চিরাগের একান্ত বৈঠক

সমীকরণ বদলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে মোদির দল

পাটনা: যেভাবেই হোক আবার ক্ষমতা দখল তো হল। কিন্তু ক্ষমতার মূল চাবিকাঠিটা থাকবে কার হাতে? এই নিয়েই ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে বিজেপি আর নীতীশ কুমারের মধ্যে। ক্ষমতার ভোগদখল নিয়ে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ঘনঘন। সব শত্রুতা দূরে সরিয়ে রেখে রবিবার নীতীশের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন এলজেপি সুপ্রিমো চিরাগ পাসোয়ান। বিজেপিকে বুঝিয়ে দিলেন, তাদের একতরফা দাদাগিরি চলতে থাকলে প্রয়োজনে অন্য ভাবনাও করবেন তাঁরা। আশঙ্কায় বিজেপি। আসলে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরেও শান্তি নেই গেরুয়া শিবিরে। প্রবল অসন্তোষ আর অবিশ্বাস। জেডিইউ এবং বিজেপির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পদ বাছাই নিয়ে দ্বন্দ্ব একেবারে স্পষ্ট। তবে এখনও পর্যন্ত পাল্লা ভারি নীতীশ কুমারেরই। মুখ্যমন্ত্রীত্বের দৌড়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। শরিকদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা আজ সোমবারই। ফল প্রকাশের পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব নীতীশ কুমারের হাতেই মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছুই বলেনি। স্বভাবতই বাড়ছে জল্পনা। নির্বাচনের আগে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা না করায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয় বিজেপিকে। এই সাসপেন্সের মধ্যেই সব মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে নীতীশ কুমারের সঙ্গে চিরাগ পাসোয়ানের একান্ত বৈঠককে যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করা হচ্ছে। এতে আরও চাপ বেড়েছে বিজেপির।

জিতেও শান্তি নেই, অবিশ্বাস গেরুয়া শিবিরে

নীতীশ কুমার বিহারের রাজনীতিতে যে কোনও অবস্থায় পাশা বদলে দিতে পারেন। তা অতিবড় রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেও অজানা নয়। যেকোনও মুহূর্তে পালটি খেতে উস্তাদ পলটুরাম। অতীতে বেশ কয়েকবার জোট ত্যাগ করেছেন 'পল্টুরাম' হিসেবে খ্যাত নীতীশ কুমার। রাজনৈতিক স্বার্থে শিবির বদল করেছেন বেশ কয়েকবার। এবারের নির্বাচনী ফলাফলে আসন সংখ্যার নিরিখে জেডিইউ এবং বিজেপি মধ্যে ফারাক তেমন নেই। তাই বিকল্প পরিস্থিতিতে যাবতীয় অঙ্ক কষে রাখতে পিছপা হবেন না নীতীশ, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দুই দলের তরফ থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদের সমান দাবি জানানো হয়েছে। বাকি তিন শরিক চিরাগ, জিতন রাম মাঝি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহা তাঁদের তরফে ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্বের দাবি জানিয়ে রেখেছেন।

উত্তর-পূর্বেও সন্ত্রাসের জাল বিছিয়েছিল উমর

দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে কি আসলে 'মাদার অফ স্যাটান'?

নয়াদিল্লি: দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্য চক্রান্ত যতই স্পষ্ট হচ্ছে, তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক নয়া তথ্য, ততই বেআব্রু হচ্ছে মোদি সরকারের ব্যর্থতা। প্রশ্ন উঠেছে, এমন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের শেকড় ছড়িয়ে গেল এত গভীরে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না অমিত শাহর গোয়েন্দা দফতর? ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দারা মনে করছেন, সেদিন দিল্লির বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়েছিল 'মাদার অফ স্যাটান'। ইউরোপে হামলাতে ব্যবহার করা হয় এই বিস্ফোরক। অনেকের ধারণা, এর স্রষ্টা আসলে আইএস। কী ধরনের বিস্ফোরক এটা? তদন্তকারীদের সূত্র বলছে, এটা আসলে ট্রাই-অ্যাসিটোন ট্রাইপার অক্সাইড। এর বিস্ফোরণের জন্য ডিটোনেটরের দরকার হয় না। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই বিস্ফোরকের জন্য যে উত্তাপ জরুরি তার জন্য সামান্য ঘর্ষণ বা চাপই যথেষ্ট। এই টিএপি দিয়েই তৈরি করা সম্ভব মিলিটারি গ্রেডের মতো শক্তিশালী আইআইডি। যার তীব্রতা টিএনটি বা ট্রিনিট্রোটোলুইনের ৮০ শতাংশের সমান। যে কোনও মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এই বিস্ফোরক। এমনকী তৈরি করা বা বহন করার সময়ও। কিন্তু সেদিন সম্ভবত শুধুমাত্র মাদার অফ স্যাটান ব্যবহার করা হয়নি দিল্লি বিস্ফোরণে। সঙ্গে ছিল ২ থেকে ৩ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও জ্বালানি তেল। সবশুদ্ধু বোমাটির ওজন দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কেজি। ফলে এই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণের অভিঘাত পৌঁছে গিয়েছিল মাটির ৫০ ফুট গভীরেও।

রবিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে মোট ৩টি

নাইন এমএম কার্তুজ মিলেছে, যা সাধারণত সেনা বা পুলিশ ব্যবহার করে থাকে। দুটি অব্যবহৃত এবং একটি ব্যবহৃত খোল উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু কোনও আগ্নেয়াস্ত্র না মেলায় রহস্য ঘনাচ্ছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হাওয়া কার্তুজ কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর নয়। তাহলে এগুলো এল কোথা থেকে? জঙ্গিরাও কি তাহলে সেনা কার্তুজ ব্যবহার করছে? এগুলো জোগান দিচ্ছেই-বা কারা? কেন এই ব্যাপারে আগে থেকে কোনও খোঁজ দিতে পারল না ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স? একগুচ্ছ প্রশ্ন ঘিরে রহস্য ঘনাচ্ছে। একইসঙ্গে থ্রিমা নামে একটি নিষিদ্ধ অ্যাপ ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

উমরের অ্যাকাউন্টে ২০ লক্ষ!

তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য। লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঠিক আগেই ঘাতক উমরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল ২০ লক্ষ টাকা। কে পাঠিয়েছিল সেই টাকা? কেন? তবে তদন্ত সূত্রের দাবি, মাত্র কিছুদিন আগে ফরিদাবাদ বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ সার কিনেছিল উমর। কেন? প্রশ্ন জেগেছিল বাজারের ব্যবসায়ীদের মনেও। এইসব প্রশ্নেরই এখন উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

জালে উমরের মূল সহযোগী আমির

তবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ লালকেল্লা বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি উমর গাড়িতেই এনেছিল বিস্ফোরক এবং তাকে এই ষড়যন্ত্রে মদত জুগিয়েছিল আমির রশিদ আলি নামে জম্মু-কাশ্মীরের এক বাসিন্দা। সে ধরা পড়েছে পুলিশের জালে। তবে ধৃতদের মধ্যে ৪ জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে ছেড়ে দিয়েছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সঙ্গে কোনও সংযোগ না পেয়ে।

জাল উত্তর-পূর্বেও

তদন্তে উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ঘেরা বিভিন্ন রাজ্যে নাশকতার বীজ বপন করার ছক। এই লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিল দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের অন্যতম প্রধান চক্রী হরিয়ানার আল-ফালহা হাসপাতালের চিকিৎসক উমর উন নবি মহম্মদ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ইম্ফলের বাসিন্দা এক তরুণী চিকিৎসককে মগজ ধোলাই করে সন্ত্রাসবাদীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল উমর। উমরের লক্ষ্য ছিল এই মহিলার মাধ্যমে মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলিতে জইশ ই মহম্মদের জঙ্গি জাল বিস্তার করা। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যপূরণ হয়নি উমরের।

ঝাড়খণ্ডে গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারা হল তরুণী বিধবাকে

দুমকা: নৃশংস। ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলায় ২১ বছরের এক বিধবাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল তাঁর প্রেমিক ও প্রেমিকের স্ত্রী। শনিবার সন্ধ্যায় মূল অভিযুক্ত মঙ্গল দেহরিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ১৩ নভেম্বর দুমকার শিকারিপাড়া থানা এলাকার সীতাশাল গ্রামে মাকু মুর্মু (২১) নামে ওই যুবতীকে পুড়িয়ে মারা হয়। রীতিমতো আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলার সময় মৃত্যু হয় মাকুর।

শিকারিপাড়া থানার ওসি এই বিষয়ে জানিয়েছেন, মাকু মুর্মুর মা, ফুলমণি হাঁসদার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তিন বছর ধরে মঙ্গল দেহরি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন মাকু মুর্মু। ঘটনার দিন, মঙ্গল দেহরি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাকু মুর্মুর বাড়িতে গিয়ে অশান্তি করে। এর পরেই তারা মাকুর বাড়িতে থাকা পেট্রোল তাঁর গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলেও তার স্ত্রী এখনও পলাতক। তাকে খুঁজে বের করার জন্য জোর তল্লাশি চলছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন এক ঘটনার ফলে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঠিক কেন তাদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল সেই নিয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট হয়নি। তবে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কাজের চাপে আত্মঘাতী বিএলও?

তিরুবনন্তপুরম: মাত্রাতিরিক্ত কাজ আর মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন কেরলের এক বিএলও অনীশ জর্জ (৩৮)। রবিবার সকালে তাঁর কান্নুর জেলার পয়্যান্নুরের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, এসআইআরের কাজে অতিরিক্ত চাপেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। শনিবারও রাত ২টো অবধি কাজ করেছেন তিনি।

এআইতে এক্সরে রিপোর্ট তীব্র বিতর্ক দিল্লি এইমসে

নয়াদিল্লি: একেই বলে প্রযুক্তির গুঁতো! এ আবার কী? দিল্লি এইমসের এক্সরে রিপোর্ট বানাতে চিকিৎসক দরকার পড়ল না আর। রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর মাধ্যমেই! সেই 'এআই' কথাটির উল্লেখ আছে বলেই ওই এক্সরে রিপোর্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। রিপোর্টটি কতটা ঠিকঠাক এই নিয়ে বিভিন্ন মহলেই উঠছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠছে তাহলে রেডিওলজিস্টের আর দরকার নেই?

যদিও এইমস-এর ডাক্তাররা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের মতে, এটি চূড়ান্ত নয়, প্রাথমিক রিপোর্ট। বিষয়টি পরীক্ষামূলক। শুক্রবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর রেডিওলজি বিভাগে এক রোগীর বুকের এক্সরে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রিপোর্টের নীচে লেখা— 'ভেরিফায়েড/এআই-রেডিওলজিস্ট'। বোঝা গেল পাঁচ বছরের এক শিশুর বুকের এক্সরে প্লেট বিশ্লেষণ করে কোনও রেডিওলজিস্ট রিপোর্টটি তৈরি করেননি, 'অস্বাভাবিক কিছু নেই' লিখে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। রিপোর্ট ভাইরাল হতেই দেশে রেডিওলজিস্টের বিশ্লেষণ ছাড়া এআই রোগনির্ণয় নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। চিকিৎসক মহলেও এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়।

যোগীরাজ্যে খনি মাফিয়াদের তাণ্ডব

পাথর খাদানে ধসে মৃত্যু ২, আটকে অন্তত ১৫ শ্রমিক

লখনউ: নিয়মকানুনের বালাই নেই বিজেপির উত্তরপ্রদেশে। বলা নেই, কওয়া নেই, সরকারি অনুমোদনেরও পরোয়া নেই। যখন তখন নিয়ম না মেনে খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানো যেন খনি মাফিয়াদের একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। তারই জেরে বড়সড় ধস উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্রের পাথর খনিতে। শনিবার দুপুরে ধস নামলেও ২৪ ঘণ্টাতেও উদ্ধার করা গেল না আটকে থাকা প্রায় ১৫ শ্রমিককে। এমনকী এক শ্রমিকের দেহ আটকে থাকার কথা বলা হলেও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে এক শ্রমিকের মৃতদেহ খনি থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে।

শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্রের বিল্লি মারকুণ্ডি খনি এলাকায় খনন কাজ চলার সময় ধস নামে। শ্রমিকদের অভিযোগ, পাথরের খনিতে ব্লাস্টিং করার পরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে খনির ছাদ ও দেওয়াল। সেই সময়ে খনিতে অন্তত ১৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে দাবি শ্রমিকদের। সকলেই সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান। শুক্রবার

এই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ প্রায় ১৫ জন শ্রমিক। খনিতে কাজ করার সময় যে নিয়ম মানা হয়নি, তা স্পষ্ট করে দেয় স্থানীয় পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি রাজীব কৃষ্ণ জানান, শুক্রবার শোনভদ্রে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভা ছিল। সেই কারণে পাথর খনির কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা অমান্য করেই যে খনিতে ব্লাস্টিং করা হয়েছে, এই দুর্ঘটনায় সেটা প্রমাণিত। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। স্থানীয় জেলা শাসক থেকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা পৌঁছেও উদ্ধারকাজ দ্রুত করাতে ব্যর্থ। পুলিশের দাবি, খনির ভিতরে ১০ শ্রমিক আটকে রয়েছে।

দেশ বিদেশ

17 November, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫ মার্চ নির্বাচন হবে নেপালে। জানুয়ারি মাসেই হয়ে যাবে মনোনয়নপর্ব। রবিবারই নেপালের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল সে-দেশের নির্বাচন কমিশন। গত সেপ্টেম্বরে জেন-জির আন্দোলনে পতন হয় কে পি শর্মা ওলির সরকারের। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি

আজ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার রায় ট্রাইবুনালে

আওয়ামি লিগের ডাকে শাটডাউন ককটেল বিস্ফোরণ, উত্তপ্ত বাংলাদেশ

ঢাকা: বিনা লড়াইয়ে যে এক কণাও মাটি ছাড়বে না আওয়ামি লিগ তা বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা। বৃহস্পতিবার ‘লকডাউন’-এর পরে এবার বাংলাদেশে ৪৮ ঘন্টা ‘শাটডাউন’-এর ডাক দিলেন হাসিনা অনুগামীরা। ‘বেআইনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে’ বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দলের অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রবিবার এবং সোমবার এই শাটডাউনের ডাক। সোমবারই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে প্রথম মামলার রায় দেওয়ার কথা ট্রাইব্যুনালে। তারই প্রতিবাদে শাটডাউনের ডাক। একইসঙ্গে দেশে গণতন্ত্র ফেরানো এবং ‘অবৈধ সরকারের’ উচ্ছেদেরও ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সরাসরি আওয়ামি লিগের সঙ্গে না থাকলেও ইউনুস এবং তাঁর অন্তর্বর্তী সকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ অনুগামী মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকি। ৪৮ ঘণ্টার এই শাটডাউনকে কেন্দ্র করে শনিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা। মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে আলাদা দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কেঁপে উঠল রাজধানী ঢাকা। মিরপুর এবং হাতিরঝিল এলাকায় পরপর দু'টি বিস্ফোরণে রাজধানী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক। প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ অফিসের কাছে।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয় হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কিন্তু আওয়ামি লিগের ডাকা শাটডাউনের প্রেক্ষিতে এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না ইউনুসের প্রশাসন। শুধু তাই নয়, হাসিনা অনুগামীদের ঝটিকা মিছিলও উত্তাপ বাড়াচ্ছে রাজধানীর। ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মহঃ মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, কে বা কারা এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আওয়ামি লিগ কর্মীরা রবিবার ভোর থেকে অবরোধ করে রাখেন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক। বড় বড় গাছ কেটে ফেলে রাখায় স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। কালকিনি উপজেলায় শাটডাউনের সমর্থনে বিশাল মিছিল করে আওয়ামি লিগ। মাদারিপুরেও গাছ ফেলে অবরোধ করা হয় রাস্তা। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ঢাকা এবং কুমিল্লায় গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৫৪ জন আওয়ামি লিগ কর্মীকে। কুমিল্লায় ধৃতদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে নাশকতার অভিযোগ। তবে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে দুটি ঘটনায়। রবিবার সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিকিউটর গাজি মোনাওয়ার হোসেন তামিম জানিয়েছেন, হাসিনা-সহ ৩ অভিযুক্তর মামলার রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অন্যদিকে সোমবার রাস্তায় থাকার কথা ঘোষণা করেছে জামাত। এদিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষক গ্রেফতার হওয়ার পরেই তাঁকে অবিলম্বে বরখাস্তের দাবিতে শনিবার রাতেই পড়ুয়াদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বিক্ষোভকারীরা উপাচার্যকে ঘেরাও করে ১৫ মিনিটের মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্তের দাবি জানায়।

বাড়ছে ক্ষোভ, একাধিক অগ্নিসংযোগ

ইউনুসের স্বপ্নের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে

ঢাকা: বিএনপির শক্ত ঘাঁটিতেই ইউনুসের তৈরি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা। খালেদা জিয়ার অনুগামীদের একচ্ছত্র দাপট যেখানে, সেই বগুড়াতেই শেরপুর হাইওয়ে গাড়িদহ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখা জ্বালিয়ে দিল সাধারণ মানুষ। শুধু এখানে নয়, গোটা বাংলাদেশ জুড়ে একের পর এক জায়গায় ইউনুসের স্বপ্নের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বিক্ষুব্ধ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুদের নামে গরিব মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করা হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা যত বাড়ছে বাংলাদেশে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহঃ ইউনুসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যত বাড়ছে, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ছে তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উপর। এই ক্ষোভের সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ ঘটল রাজনগর উপজেলার মৌলবি বাজারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের টেংরাবাজার শাখায়। জনরোষের আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল ব্যাঙ্ক। গত মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার বিজয়নগরেও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চান্দুয়া শাখায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় জনতা।

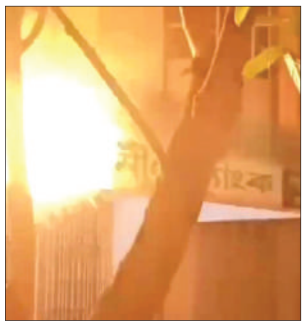

দরজা-জানালার কাঁচ ভেঙে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় গভীররাতে।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তৈরি করেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইউনুস।

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর পরমাণু বোমার 'টেস্ট' আমেরিকার!

ওয়াশিংটন: ৩৩ বছর পর আমেরিকার বুকে হতে চলেছে পরমাণু বোমা পরীক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে পরীক্ষা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের সমাজমাধ্যমেও সেই বিষয়ে মতামত দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ এই পরীক্ষার কারণ কী? মার্কিন প্রেসিডেন্টের এটা কি তবে নতুন কোনও কৌশল? গতমাসের শেষের দিকে ট্রাম্পের এই পোস্ট ঘিরে শুরু হয় আলোচনা। তিনি নিজের সমাজমাধ্যম দাবি করেছিলেন, এই বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে বেশি পরমাণু বোমা রয়েছে। আমাদের পরেই এই তালিকায় নাম রাশিয়া ও চিনের। বিশ্বজুড়ে এই আবহে সবাই পরমাণু বোমার পরীক্ষা করছে তাই আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছি পরমাণু পরীক্ষা শুরু করার।

এই পোস্টের পর অনেকটা দিন কেটে গিয়েছে। শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন যে তিনি এই নিয়ে এখন কিছু বলতে চান না। তবে আশ্বস্ত করতে পারেন যে অন্য সব দেশগুলি ঠিক যেভাবে পরমাণু পরীক্ষা করে, তিনিও সেই ভাবেই করবেন।

মেক্সিকোয় বাম সরকারের বিরুদ্ধে জেন-জি বিক্ষোভ

মেক্সিকো সিটি: এবার জেন-জির বিক্ষোভ মেক্সিকোতে। ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল জেনারেশন জেড। মুখোশ পরে মেক্সিকো সিটিতে শনিবার প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সামনে জমায়েত হয় কয়েক হাজার মানুষ। স্বাধীনতার প্রতীক ‘অ্যাঞ্জেল অফ ইন্ডিপেনডেন্স’ স্মারক থেকে কনস্টিটিউশন স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে ক্ষমতাসীন বামপন্থী মোরেনা পার্টির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। প্রথমে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকলেও আচমকাই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায় বিক্ষোভকারীদের। ব্ল্যাক-ব্লক বিক্ষোভকারীরা মুখোশ পরে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে পুলিশের দিকে। হাতাহাতি শুরু হয়। শেষে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।

১০০%-এর বেশি মানুষ

(প্রথম পাতার পর)

এসআইআর-এর পরে কমিশন প্রকাশিত মোট ভোটারের সংখ্যার থেকে যা প্রায় ৩ লক্ষ বেশি!

এখানেই শেষ নয়। কমিশন দাবি করছে, ১৯৫১ সাল থেকে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর থেকে এবারেই সর্বোচ্চ ভোটদান হয়েছে, যা ৬৬.৯১ শতাংশ। অর্থাৎ যে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষের বেশি মানুষ ভোট দান করেছেন তাঁরা ১০০ শতাংশ ভোটার নন। তাঁরা মাত্র ৬৬ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট, মোট ভোটার আরও অনেক বেশি। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, যে মহিলা ভোটারদের ভোটে বাঁধভাঙা জয়ের সাক্ষী থাকতে পেরেছে এনডিএ জোট, সেই মহিলা ভোটার সংখ্যায় কতটা গরমিল। নির্বাচন

মোট ভোটার সংখ্যা	৭,৪২,০০,০০০
মোট ভোট পড়েছে	৭,৪৫,০০,০০০
ভোট পোল হয়েছে ৬৬.৬৭%	৪,৯৪,৭০,০০০
কোথা থেকে এল এই ভোট	২,৫০,৩০,০০০ (২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার)

শেষে দেখাচ্ছে মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন ৩ কোটি ৫১ লক্ষের বেশি। অর্থাৎ এসআইআর-এর পর প্রকাশিত ভোটার তালিকার থেকে প্রায় ২ লক্ষ মহিলা ভোটার বেশি!

সেখানেই ফের কমিশনের তৈরি করা ভূতুড়ে ভোটারের তত্ত্ব প্রকাশ্যে চলে এল। কমিশন আজ পর্যন্ত এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, কীভাবে ভোটের আগের ভোটারের সংখ্যার থেকে ভোটের পরে ভোটার সংখ্যা মাত্র ১ মাস ৫ দিনের ব্যবধানে কয়েক লক্ষ বেড়ে গেল। আবার ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে ভোট চুরির কমিশনের কৌশল যে বিজেপির পক্ষে কাজ করে গেল, তা বিহার নির্বাচনে প্রমাণিত হল।

সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি উঠেছে তা হল— কমিশন নোটিশ দিয়ে বলেছে তালিকা অনুযায়ী বিহারে ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৪২ লক্ষ। ভোট পড়েছে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ। ভোটার বেড়ে যাওয়ার বিতর্কের বাইরেও প্রশ্ন হল, ১০০ শতাংশ ভোটার কীভাবে ভোটদান করেছেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয়নি। পৃথিবীর কোনও ভোটের ইতিহাসে এমন ‘ভূতুড়ে’ কাণ্ড ঘটেছে বলে জানা নেই। বিজেপি এই কাণ্ডটি করেছে। এবং ধরা পড়ে গিয়েছে। এখন উত্তর দেওয়ার মতো জুতসই তথ্য খুঁজে পায়নি বিজেপি। বিজেপি আর কমিশনের কেলেঙ্কারি কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এই তথ্যই উদাহরণ হিসাবে যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই নির্বাচনে হারের জন্য কংগ্রেস, আরজেডি কমিশনের কারচুপিকে দায়ী করেছে। সিপিআইএমএল সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য কমিশন প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে কমিশনের কারচুপি প্রকাশ করেছেন। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এই কারচুপির কোনও ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারেনি।

কদর্য আক্রমণ বিজেপির

(প্রথম পাতার পর)

সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা কোনও ব্যক্তির উপর আক্রমণ নয়, এটা বাংলার আত্মা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ। রামমোহনকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যিনি যুক্তি, মানবতাবাদ, নারী অধিকার, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং আধুনিক আর্থ-সামাজিক চিন্তা-ভাবনার রূপকার। যখন গোটা দেশ সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বাইরে বেরতেই পারেনি। বিজেপি তখনই বাংলাকে আক্রমণ করে যখন বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভাবনার লড়াইয়ে এঁটে ওঠে না।

মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, এরা কখনও বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙছে, কখনও বিজেপি রাজ্যে পাঠ্যক্রম থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয় তুলে দিচ্ছে, আবার কখনও স্বামী বিবেকানন্দকে বামপন্থী বলছে। আসলে দেশের ইতিহাস বলতে গেলে বাংলার ইতিহাসের কথা প্রথমেই বলতে হবে। এটা বিজেপি মেনে নিতে পারছে না যে, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো।

তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি একটা চূড়ান্ত নারীবিদ্বেষী দল। বাংলার মনীষীদের অপমান মেনে নেবে না মানুষ। সমূলে উৎপাটিত করবে বাংলাবিরোধী এই বিজেপিকে।

দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদের মাঝে বিজেপির ওই মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৭-১৯ নভেম্বর, রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ‘দলিত সাহিত্য উৎসব’। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত দলিত সাহিত্য আকাদেমি

খোলা হাওয়া

হাঁটি হাঁটি পা পা

» বাবা-মেয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। অভিনয়ে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং রুক্মিণী মৈত্র। ১২ নভেম্বর কলকাতার পোলো ফ্লোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তি পেল অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত এই ছবির ট্রেলার। পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে এমন এক বাবা-মেয়ের কথা, যাদের সম্পর্ক অম্লমধুর। সারাক্ষণ ঝগড়া। বাবা খুব অবাধ্য। তাকে সামলাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় মেয়েকে। পাশাপাশি মেয়ে বাবাকে চোখে হারায়। মা চলে গিয়েছেন অনেকদিন। সেই কারণেই, বাবাকে আর হারাতে চায় না মেয়ে। সবসময়েই আগলে রাখে। মেয়ের জীবনেও আসে বিভিন্ন টানাপোড়েন। নতুন সম্পর্ক। নানারকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে। আর এই সময়েই বাবার জীবনে আসেন আরও একজন নতুন মহিলা। এক নতুন মানুষ। সেই মহিলাকে কি মেনে নিতে পারবে মেয়ে? জাগে প্রশ্ন। ছবির মুক্তি ২৮ নভেম্বর।

আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মেলন

» ১৫-১৬ নভেম্বর, কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের অধীন আশুতোষ জন্মশতবর্ষ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল দু’দিনের আকাশবাণী সঙ্গীত সম্মেলন ২০২৫। প্রথম দিন, আকর্ষণীয় পরিবেশনে অংশ নেন সঙ্গীত জগতের অগ্রণী শিল্পীরা। বাঁশিতে পণ্ডিত সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সেতারে পণ্ডিত অসীম চৌধুরী এবং খেয়াল ও ঠুমরি-দাদরার বাহারি ডালি সাজিয়ে সাবিনা মুমতাজ ইসলাম। দ্বিতীয় দিন, উপস্থিত দর্শকরা যেসব খ্যাতিমান শিল্পীর পরিবেশন উপভোগ করেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক গানে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লোকসঙ্গীতে সোমা দাস মণ্ডল ও কার্তিক দাস বাউল। লোকসঙ্গীতের একটি দ্বৈত পরিবেশনও ছিল দর্শকদের জন্য।

সলিল-শতবর্ষে

» সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রকাশ করল বিশেষ স্মারক স্বর্ণমুদ্রা। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার দুই কর্ণধার অর্পিতা সাহা, রূপক সাহা এবং সঞ্চারী চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, কল্যাণ সেন বরাট ও শ্রীকান্ত আচার্য। এই বিশেষ স্মারক স্বর্ণমুদ্রা বক্সে রয়েছে সলিল চৌধুরীর স্বাক্ষর সংবলিত বাঁশি, কম দেখতে পাওয়া ছবি-সহ জীবনপঞ্জি।

যুব শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

» ১৪-১৬ নভেম্বর শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল যুব শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি। বিভিন্ন দিন উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত তন্ময় বসু, পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু, আকাদেমির সচিব সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। নবীন শিল্পীরা পরিবেশন করেন কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত।

শিশুদিবসে রসগোল্লা উৎসব

» ১৪ নভেম্বর ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সর্বত্র পালিত হয় শিশুদিবস। দিনটি মনে রেখে কলকাতার শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। আয়োজনে সাউথ এশিয়ান চাইল্ড সাইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। শিশুদিবস পালনের পাশাপাশি আয়োজিত হয় রসগোল্লা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন পৃথ্বীরাজ সেন, দীপান্বিতা রায়, বরুণ চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ঢালি, ড. মুকুল চক্রবর্তী, জুলি লাহিড়ী, উৎপলকুমার ধারা, শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে প্রমুখ। প্রদান করা হয় সম্মাননা। ছোটরা অংশ নেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহার। প্রকাশিত হয় বসু প্রকাশনীর বই ‘সেরা মা’। সঞ্চালনা করেন শিবশঙ্কর বক্সি।

‘বাংলার নবজাগরণ ৪.০’-এর দিনক্ষণ

» বাঙালির রক্তে ব্যবসা নেই— এই ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিষদ তথা বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল। বাঙালিকে ব্যবসায় উৎসাহী করতে এই কাউন্সিল আগেও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। সেই লক্ষ্যেই কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হল বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিষদের ‘বাংলার নবজাগরণ ৪.০’-এর দিনক্ষণ। ১৯ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধন। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ে। থিম দেশ উজবেকিস্তান। এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত দত্ত, অভিষেক অড্ডি, দেবর্ষি দত্তগুপ্ত প্রমুখ।

সুবিনয় রায় জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

» ১১ নভেম্বর শান্তিনিকেতন লিপিকা হলে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন ও কলকাতার আনন্দী কমুনিকেশন সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশিত হয় ‘অন্য রবীন্দ্রনাথ’ গীতি আলেখ্য। সঙ্কলন ও গ্রন্থনা, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। অংশগ্রহণে অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষ, সুরজিৎ রায়, মানিনী মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা দত্ত, গার্গী দত্ত, শুভাশিস মজুমদার, শেলী বিশ্বাস ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। সঙ্গতে ছিলেন অনিমেষ চন্দ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, আবির সিং খাঙ্গুরা, শক্তিপ্রসাদ চক্রবর্তী, কমলেশ রায়, প্রতাপ হাজরা, সব্যসাচী দত্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলপনা রায়, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য।

আনন্দের হাট

» দেড়শোর বেশি বইয়ের জনক তিনি। একহাতে বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যহাতে রবীন্দ্রনাথ। তিনি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। পার করে ফেললেন ৮৩টি হেমন্ত। তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য শান্তিনিকেতনের আনন্দমঠে ৮ নভেম্বরের বিকেলে বসেছিল আনন্দের হাট। আদিবাসী ও মণিপুরি নৃত্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ‘পাঠভেদ সংবলিত বঙ্কিম রচনাবলী’, ‘রক্তকরবী শেষের কবিতা ও এক নন্দিনী’-সহ আরও তিনটি বইয়ের প্রকাশ-উন্মোচন হয়ে গেল। সঙ্গে ছিল লক্ষ্মণ দাস বাউলের মন মাতানো গান। রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য প্রবীণ আশ্রমিক দীপেশ রায়চৌধুরী-সহ গুণিজনরা প্রাবন্ধিক-রবীন্দ্র অধ্যাপকের দীর্ঘায়ু কামনা করে নানান আলোচনা করেন। শুভায়ু সেন মজুমদারের এসরাজবাদন সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে শেষ হল যখন, হেমন্তের হিমেল সন্ধ্যা তখন রাতের বুকে মুখ গুঁজছে।

১৪
১৭ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

মাঠে ময়দানে

17 November, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ড্যারিল মিচেলের সেঞ্চুরিতে একদিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল নিউজিল্যান্ড

লিগ নিয়ে পরামর্শ অরূপের

বেটন কাপ চ্যাম্পিয়ন আর্মি রেড দলের সঙ্গে লোথার ম্যাথাউস, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, গুরবক্স সিং প্রমুখ। রবিবার।

প্রতিবেদন: আগামী বছর থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলকাতা লিগ শেষ করার জন্য আইএফএ-র কাছে অনুরোধ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রবিবার টাউন হলে আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে আইএফএ কর্তাদের উদ্দেশে ক্রীড়ামন্ত্রীর পরামর্শ, প্রতি বছর কলকাতা লিগ শেষ হতে সেপ্টেম্বর গড়িয়ে যায়। আমি অনুরোধ করছি, আগামী বছর থেকে লিগ অগাস্টের মধ্যে শেষ করার জন্য। তাতে ছোট দলগুলি সমস্যায় পড়বে না।

লোথার ম্যাথাউসময় রবিবারের তিলোত্তমা। কলকাতা লিগ-সহ বাংলার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে পুরস্কৃত করেন জার্মান কিংবদন্তি। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রীও। তিনিও পুরস্কৃত করেন কৃতী ফুটবলারদের। পুরস্কার মঞ্চ থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, লিগ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হলে ছোট দলগুলি ফুটবলার ধরে রাখতে পারে না। ফলে বড় দল অনায়াসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ পায়। অগাস্টের মধ্যে লিগ শেষ হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে লিগে। ছোট ক্লাবের কর্তারা অনেক কষ্ট করে দলগঠন করেন। তাঁদের দিকটাও দেখতে হবে।

রবিবার যুবভারতীতে নবনির্মিত আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ছিল ১২৬তম বেটন কাপ ফাইনাল। চ্যাম্পিয়ন হল আর্মি একাদশ (রেড)। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারায় ভারতীয় বায়ুসেনাকে। গোল দু'টি করেন সিমরনদীপ সিং এবং সাগর শিংগাড়ে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন লোথার ম্যাথাউস, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী তথা হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু এবং হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে। ছিলেন হকি অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং ও অন্যান্য অতিথিরাও।

যুবভারতীর অত্যাধুনিক হকি স্টেডিয়াম দেখে উচ্ছ্বসিত হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তিরকে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেওয়ার। অরূপ বিশ্বাস বলেন, হকি ইন্ডিয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছে। এখানে তারা ভারতের ম্যাচ দেবে।

বাংলার কন্যাশ্রীরা ফের ভারতসেরা

প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে অনুষ্ঠিত ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। এই নিয়ে টানা তিনবার অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগে জাতীয় স্কুল গেমসে সোনা জিতল বাংলা। রবিবার ফাইনালে রাজস্থানকে ২৫-১৫, ২৫-১৯, ২৫-৭ ফলে হারায় বাংলার মেয়েরা। বাংলার কন্যাশ্রীদের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় পৌলমী শর্মা, নিতু রাজবর ও সারন্না সাউয়ার। প্রতিযোগিতার সেরা হুগলির পৌলমী। সেরা মিডল ব্লকার হুগলিরই সারন্না সাউ। টুর্নামেন্টের মূল্যবান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছে নিতু রাজভর। দলে কোচবিহার থেকে ৫ জন সুযোগ পেয়েছিল। হুগলি থেকে ৫ জন, উত্তর ২৪ পরগনা ও হাওড়া থেকে একজন খেলোয়াড় সুযোগ পায়।

স্কুল গেমসে ভলিবলে ভারতসেরার ট্রফি নিয়ে বাংলার মেয়েরা।

শামিদের দাপটে স্বস্তিতে বাংলা

প্রতিবেদন: রেলওয়েজকে ইনিংসে হারিয়ে বোনাস পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলা। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নিয়ে অসমের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নেমে প্রথম দিন বোলারদের দাপটে সুবিধাজনক জায়গায় লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সবুজ উইকেটে রবিবার টস জিতে অসমকে ব্যাট করতে পাঠায় বাংলা। মহম্মদ শামি, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের বোলিং বিক্রমে প্রথম দিনের শেষে অসমের রান ৮ উইকেটে ১৯৪। পিচে ঘাস থাকায় চার পেসারে খেলছে বাংলা। চারজনই আটটি উইকেট ভাগ করে নিয়েছেন। সুরজের ঝুলিতে ৩, শামি ও মহম্মদ কাইফ নেন ২টি করে উইকেট। একটি উইকেট ঈশান পোড়েলের। ভারত 'এ' দলে থাকায় এই ম্যাচে খেলছেন না অসমের পরিচিত মুখ রিয়ান পরাগ। অসমের ব্যাটিংয়ে তার প্রভাব পড়েছে। তবে শুরুর ধাক্কা সামলে দিয়েছিলেন প্রদ্যুন সইকিয়া এবং স্বরূপম পুরকায়স্থ। প্রদ্যুনকে (৩৮) ফিরিয়ে দেন কাইফ। আর দারুণ ছন্দে থাকা স্বরূপমকে (৬২) আউট করেন শামি। এরপর বাকি কাজটা সারেন সুরজ। অসমের হয়ে আপাতত লড়াই করছেন সুমিত ঘাদিগাঁওকর (৪৮ অপরাজিত)।

ভারতীয় ফুটবলকে সাহায্য করতে আমি তৈরি: ম্যাথাউস

শহরে ম্যাথাউস। খুদেদের ফুটবলের তালিম দিচ্ছেন জার্মান কিংবদন্তি।

প্রতিবেদন: ১৬ বছর পর আবার তিনি কলকাতায়। তিনি জার্মান ফুটবলের কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউস। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক একটি বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এবার ফুটবলের মক্কায়। শ্রাচী স্পোর্টসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলা বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পাঁচবারের জার্মান বিশ্বকাপার। বিএসএলের প্রচারে রবিবার সাতসকালে শহরে এসে দিনভর নানা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকলেন ম্যাথাউস। আইএফএ-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলকাতা লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং রানার্স ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে পুরস্কৃত করেন জার্মান কিংবদন্তি। সাবজুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের হাতেও পুরস্কার তুলে দেন ম্যাথাউস। পুরস্কার তুলে দেন জুনিয়র ও মহিলা ফুটবলারদের হাতেও।

পুরস্কার মঞ্চ থেকে জার্মান তারকা বললেন, ভারতে দেড়শো কোটি জনসংখ্যা। এখান থেকে ৫০ জন ভাল ফুটবলার খুঁজে নিতে হবে। যারা জাতীয় দলকে শক্তিশালী করবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগোতে পারলে ৮, ১০, ১২ বছর পর বিশ্বকাপে খেলতে পারবে ভারত। ম্যাথাউস যোগ করেন, শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না। তা বাস্তবায়িত করতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করার জন্য তৈরি। যান বেটন কাপ ফাইনালেও। তারই মাঝে সাংবাদিক সম্মেলনে নানা প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিলেন।

১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপে দিয়েগো মারাদোনার জাদু দেখেছিল বিশ্ব। চার বছর পর ইতালি বিশ্বকাপের ফাইনালে মারাদোনাকে হারিয়ে জবাব দিয়েছিল ম্যাথাউসের জার্মানি। প্রাক্তন জার্মান অধিনায়ক বললেন, মারাদোনার সঙ্গে মাঠে অনেক লড়াই হয়েছে আমার। কিন্তু মাঠের বাইরে আমাদের বন্ধুত্বও ছিল। আমরা ইতালির ক্লাবেও খেলেছি। তবে দু'জনের ক্লাব আলাদা ছিল। আমার সময়ে মারাদোনাই সেরা।

লিওনেল মেসির সঙ্গে মারাদোনার তুলনায় না গিয়ে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বললেন, দুই প্রজন্মের মধ্যে তুলনা হয় না। ৮০-র দশকে আমার সময়ে সেরা মারাদোনা। গত ২০ বছরে সেরা মেসি। আমি মেসির ভক্ত। রোনাল্ডোও পিছিয়ে নেই।

আইএসএলে অবনমন না থাকা নিয়ে জার্মান তারকার বক্তব্য, অবনমনের থেকে প্রতিযোগিতার মানটাই আসল। মেজর লিগ সকারে অবনমন নেই। ফেডারেশনকে ঠিক করতে হবে তারা কী চায়।

দক্ষিণ কলকাতার একটি নামী বেসরকারি স্কুলে খুদেদের সঙ্গে ফুটবল ক্লিনিকে অংশ নেন ম্যাথাউস। ওয়ান টাচ, টু টাচ ফুটবলের তালিম দেন তিনি। শ্রাচী কর্তা রাহুল টোডি, তমাল ঘোষালের সঙ্গে ক্লিনিকে উপস্থিত ছিলেন ব্যারেটো, অ্যালভিটো ডি'কুনহা, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মেহতাব হোসেনের মতো বিএসএলের বিভিন্ন দলের কোচ এবং স্পটাররা। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা লাল-হলুদ জার্সি পরিয়ে বরণ করেন ম্যাথাউসকে। সারাদিন শহরে নানা প্রান্তে ছুটেছেন। রাতে পাঁচতারা হোটেলে নৈশভোজে লোথারকে দেখা যায় বাঙালি সাজে।

প্রস্তুতি সন্দেশদের

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর: বাংলাদেশে পৌঁছনোর পর থেকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে ভারতীয় ফুটবল দল। রবিবার ঢাকার যে মাঠে অনুশীলন করেন সন্দেশ ঝিঙ্গান, রায়ান উইলিয়ামসরা, সেখানে সাংবাদিকদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না। সম্পূর্ণ রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি সারে খালিদ জামিলের দল। ভারতীয় দলের জন্য ছিল নিরাপত্তার বজ্রআঁটুনি। মঙ্গলবার এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ। সোমবার ঢাকার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচ ভেনুতে অনুশীলন করবে ভারত। দুই দলই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে। ফলে নিয়মরক্ষার ম্যাচ।

নায়ক নিশান্ত

রাজকোট: দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি ওয়ান ডে ম্যাচ ৯ উইকেটে জিতল ভারত এ। ৩০.৩ ওভারে মাত্র ১৩২ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বাঁ হাতি স্পিনার নিশান্ত সিন্ধু ৪ উইকেট নেন। ৩ উইকেট পান হর্ষিত রানা। এরপর ২৭.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত এ। অভিষেক শর্মা ২২ বলে ৩২ করে আউট হন। ৬৮ রানে নট আউট থাকেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

17 November, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৭ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

বামন বলে বিদ্রুপ করেছিলেন, সেই বাভুমাকে টেস্ট জয়ের অভিনন্দন জানালেন বুমরা

টেস্ট জিততে হবে পাঁচ দিনে : সৌরভ

কাল ইডেনেই প্র্যাকটিস পন্থদের

পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরভ। রবিবার ইডেনে।

প্রতিবেদন : আড়াই দিনের টেস্টে ভিলেন এখন ইডেনের উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির প্রথম দিন থেকে অসমান বাউন্স, অত্যধিক টার্ন নিয়ে অভিযোগ তুলেছে। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, এই উইকেট ভারতীয় দল চেয়েছিল। উইকেটে চারদিন জল না দিলে এরকমই হওয়ার কথা। তাই কিউরেটরকে দুষলে হবে না।

পাশাপাশি গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশে সৌরভের বার্তা, টেস্টের পিচ আরও ভাল হওয়া উচিত। ম্যাচের আগে পিচ নিয়ে ভাবাই উচিত নয়। কারণ ব্যাটাররা যদি ৩৫০-৪০০ রান তুলতে না পারে, তাহলে টেস্ট জেতা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডে এই কাজটা গম্ভীরের ক্রিকেটাররা করতে পেরেছিল বলেই জিতেছিল। গম্ভীরের উচিত, এই দলটার উপর ভরসা রাখা এবং তিন দিনে নয়, পাঁচ দিনে টেস্ট জেতার চেষ্টা করা।

সৌরভ আরও বলেছেন, আমি গম্ভীরকে সম্মান করি। কোচ হিসাবে যথেষ্ট ভাল কাজ করছে। তবে দেশের মাটিতে ওকে ভাল পিচে খেলতে হবে। কারণ ওর দলে বুমরা, শামির মতো পেসার এবং জাদেজা, কুলদীপের মতো স্পিনার রয়েছে।

তবু পাঁচদিনের টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হয়ে যাওয়ায় তোপ আসছে ইডেনের উপর। হরভজন সিং বলেছেন, এটা টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যু ঘটানো। এমন উইকেটে টেস্ট ম্যাচ ভাবা যায় না। এদিকে, আড়াই দিনে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আইসিসি ইডেন উইকেট নিয়ে কী বলে সেদিকে সবার নজর রয়েছে। অনেকের আশঙ্কা আইসিসি পুওর রেটিং দিতে পারে। সামনে টি-২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে এমন উইকেট চাপে রেখে দিল ইডেন গার্ডেন্সকে।

এদিকে, যাবতীয় ছুটি বাতিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এই টেস্টের নিষ্পত্তি যে তিনদিনেই হয়ে যাবে, সেটা আগাম আঁচ করেছিল ভারতীয় শিবির। পরের টেস্ট শুরু ২২ নভেম্বর। তাই হাতে বাড়তি দুটো দিন পাওয়াতে কয়েকজন ক্রিকেটারকে ছুটি দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু লজ্জার হারের পর সেই পরিকল্পনা বাতিল করেছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। বরং ক্রিকেটারদের জানিয়ে দিয়েছেন, সোমবার বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবারই ইডেনে প্র্যাকটিসে নেমে পড়তে হবে।

পয়েন্ট টেবিলে পতন ভারতের, দুইয়ে বাভুমারা

দুবাই, ১৬ নভেম্বর : ইডেনে হারের পর আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকাতেও জোর ধাক্কা খেয়েছে ভারত। তিন থেকে চারে নেমে গেলেন শুভমন গিলরা। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এখনও পর্যন্ত ৮টি টেস্ট খেলে ৪টিতে জিতেছে ভারত। হেরেছে ৩টি। একটি ড্র। পয়েন্টের শতাংশ ৫৪.১৭। এই তালিকার শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া তিনটি টেস্ট খেলে সবক'টি জিতেছে। পয়েন্টের শতাংশ ১০০। ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের সুবাদে তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমারা তিনটি টেস্ট খেলে দু'টি জিতেছে ও একটি হেরেছে। পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৭। তিন নম্বরে শ্রীলঙ্কা। দু'টি টেস্ট খেলে একটি তারা জিতেছে এবং একটি ড্র হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পয়েন্টের শতাংশও ৬৬.৬৭। তবে পয়েন্টের বিচারে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাঁচে পাকিস্তান। বাবর আজমরা ২টি টেস্ট খেলে ১ জিতেছেন ও একটি হেরেছেন। পাকিস্তানের পয়েন্টের শতাংশ ৫০। ছয় নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। বেন স্টোকসরা পাঁচটি টেস্ট খেলে দু'টি জিতেছেন। হেরেছেন দু'টি, ড্র একটি। সাত ও আট নম্বরে যথাক্রমে বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউজিল্যান্ড এই চক্রে এখনও কোনও টেস্ট খেলেনি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন গিল

প্রতিবেদন : শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শুভমন গিল। ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট করতে পারেননি শুভমন। রবিবার দুপুরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এই টেস্ট থেকে শুভমন ছিটকে গিয়েছেন। তিনি হাসপাতালেই রয়েছেন। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

যদিও এদিন সন্ধ্যাতেই শুভমনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চিকিৎসকদের কঠোর নির্দেশ, আগামী ৪-৫ দিন তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে কাটাতে হবে। ফলে আগামী শনিবার থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে শুভমনের খেলা নিয়ে সংশয় থাকছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পুরোটাই নির্ভর করছে, শারীরিক অবস্থার উন্নতির উপর। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে গৌতম গম্ভীরও এই নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, শুভমনকে এখনও চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখেছেন। দেখা যাক কী হয়। দলের ফিজিও শুভমনকে পরীক্ষা করবে। তার পরেই ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে, রবিবার টেস্ট শেষ হওয়ার পর, শুভমনকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে শুভমনের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দু'জনের মধ্যে ১০-১৫ মিনিট কথাও হয়। শুভমনের স্বাস্থ্যের খবর নেন সৌরভ। আলোচনা হয় ইডেন টেস্ট নিয়েও। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গতকাল ভর্তির পরেই শুভমনের এমআরআই করা হয়েছিল। রিপোর্টে ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বছর আগে এমনই এক চোট পেয়েছিলেন শুভমন। তখনও এমআরআই করানো হয়েছিল। পুরনো এবং নতুন রিপোর্টে মিল রয়েছে। চিকিৎসকদের পরিভাষায় এই সমস্যাকে 'পেন থ্রেসহোল্ড' বলা হয়।

ভারতে ট্রেনিং নিয়ে গিয়েছিলেন হার্মার

প্রতিবেদন : ২০১৫-তে ভারত সফরে এসে মুম্বই ও নাগপুরে খেলে গিয়েছিলেন সাইমন হার্মার। কিন্তু তারপর বাদ পড়েন। হাল না ছেড়ে পরের বছর আবার ভারতে এসে মুম্বইয়ের এক কোচ উমেশ পাটোয়ালের কাছে আলাদা ট্রেনিং নিয়েছিলেন। পরের ঘটনা এখন ইতিহাস।

ইডেনে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫১ রানে ৮ উইকেট নিয়েছেন এই অফস্পিনার। এরপর আর কাউকে ম্যাচের সেরা বাছার উপায় ছিল না। বাভুমা সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলছিলেন, হার্মারের প্রথম শ্রেণির ম্যাচে এক হাজার উইকেট আছে। লম্বা বলে উইকেট থেকে স্পিন আদায় করে নিতে পারে। গ্রেট বোলার।

হার্মার এর আগে বলছিলেন, দারুণ গেল প্রথম টেস্ট। জানতাম এই রান দিয়ে কিছু করা যাবে। বল নরম হয়ে আসার পর এখানে খেলা কঠিন ছিল। আমরা কী পারি সেটা দেখিয়ে দিলাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার তিন স্পিনার মিলে ৩৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। এখানেও হার্মার আর কেশব মহারাজ ভারতকে গুটিয়ে দিয়েছেন।

ভারতে ১৫ বছরে এই প্রথম টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর ১১টি টেস্টে নেতৃত্বে দিয়ে বাভুমা জিতলেন ১০টি টেস্ট। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। উচ্ছ্বসিত বাভুমা খেলার পর বলছিলেন, এরকম মুহূর্তে দলের অংশ হতে পারলে দারুণ লাগে। জানতাম এখানে ব্যাট করা কঠিন ছিল। তবে বশের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ কাজের হয়ে গেল। আমি জানতাম দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা কঠিন হবে। অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে।

বাভুমা এদিন অক্ষরের ক্যাচ ধরে ম্যাচ শেষ করেছেন। যা নিয়ে বললেন, অক্ষরের সঙ্গে মোমেন্টাম ছিল। কিন্তু ও একটা ভুল করেছিল। আর ক্যাচটা আমার হাতেই এল। আমি হাতছাড়া করতে চাইনি।

চ্যাম্পিয়ন কাঞ্চনজঙ্ঘা

ট্রফি জয়ের উচ্ছ্বাস কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্লাবের ফুটবলারদের।

প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়ান স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ২০২৫ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ছিল রবিবার। খেতাবি লড়াইয়ে দার্জিলিংয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব ১-০ গোলে হারায় জলপাইগুড়ি নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগারকে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন পুজন সুব্বা। তিনিই ফাইনালের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পান। ভারতীয় দলের প্রাক্তন গোলকিপার সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, মহামেডানের ম্যানেজার বেলাল আহমেদ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন।

বদলার জয় ব্রাজিলের

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : নিছকই একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি। তবে ব্রাজিলের কাছে ম্যাচটা ছিল বদলার মঞ্চ। বছর দুয়েক আগে শেষবার সেনেগালের মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল। লিসবনে আয়োজিত ম্যাচটা ২-৪ গোলে হেরে গিয়েছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারিয়ে, সেই হারের মধুর প্রতিশোধ নিল কার্লো আনচেলোত্তির দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ব্রাজিল। এস্তেভাও, রডরিগো ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা রীতিমতো চাপে রেখেছিলেন সেনেগাল রক্ষণকে। ১৭ মিনিটে মাথেউস কুনহার হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তবে প্রথম গোলের জন্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ২৮ মিনিটে এস্তেভাওয়ের দুরন্ত শট বিপক্ষ গোলকিপার এডুয়ার্ডো মেন্ডিকে পরাস্ত করে জালে জড়ায়। এই নিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে ১০ ম্যাচ খেলে চার গোল করে ফেললেন

কাসেমিরোকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

তরুণ ফরোয়ার্ড। বিরতির আগেই দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় ব্রাজিল। ৩৫ মিনিটে রডরিগোর ফ্রি-কিক থেকে বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো শটে জাল কাঁপান অভিজ্ঞ কাসেমিরো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবধান কমানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল সেনেগাল। ব্রাজিলীয় গোলকিপার এডেরসনের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়েও পোস্টে মারেন ইলিমান এনদিয়ারে। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল ব্রাজিলের সামনেও। কিন্তু সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ভিনিসিয়াস।

মাঠে ময়দানে

17 November, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেম্বা বাভুমা ও করবিন বশের দুর্দান্ত জুটিই আমাদের হারের কারণ: ঋষভ পন্থ

সাধের বাগানে লজ্জার হার

অলোক সরকার

এইমাত্র গৌতম গম্ভীরের প্রেস কনফারেন্স শেষ হল। তিনি জানতেন অ্যাটাক আসবে। তাই পাল্টা অ্যাটাকে গেলেন। যা লজ্জার হারের পর প্রত্যাশিত ছিল।

প্রেস বক্সে এসে চোখে পড়ল সাদা পলিথিন চাদরে ঢাকা পড়ছে ইডেন। ছবিটা তাৎপর্যপূর্ণ। ঘরের মাঠে ছয় টেস্টের মধ্যে চারটিতে হার। এই হারও নিশ্চয়ই নিউজিল্যান্ড সিরিজের মতো চাপা পড়বে সাদা পলিথিনের নিচে। আর কত হারলে ঘুম ভাঙবে বিসিসিআইয়ের! কেউ জানে না।

ম্যাচের আগে লাগাতার নাটক। অবশ্যই উইকেট নিয়ে। তাও ভাল ভারতীয় কোচ বলে গেলেন আমরা এই উইকেটই চেয়েছিলাম। কিন্তু চার স্পিনার? তিনে ওয়াশিংটন? সকালে বুমরাকে দিয়ে শুরু না করা? প্লিজ কিছু তো বলুন। কোচ বললেন। বেকার যুক্তি। আসল কথা হল এই দল ১২৪ রান তাড়া করতে গিয়ে গুটিয়ে গেল ৯৩ রানে। পৌনে তিনদিনে হেরে গেল ৩০ রানে। ৩৫ ওভারে। সেটাও ঘরের মাঠে। দল আগাপাশতলা বদলে দিয়েছেন। বিরাট অস্ট্রিয়ায় ঘুরছেন। রোহিত মুম্বইয়ে। দল কলকাতায়। ভাল করে দেখুন, ঘরের মাঠে গর্বের রেকর্ড এখন ভেঙে ছত্রখান। স্পিনই বিভীষিকা ভারতের কাছে। হালফিলে। ভাবা যায়!

৯২ বলে ৩১ রান করে ফিরে যান ওয়াশিংটন সুন্দর। রেখে যান অক্ষর, কুলদীপ, সিরাজকে। শুভমনকে আর ধরা হচ্ছে না। তিনি সিরিজের বাইরে। তখনও ৫০ রান দরকার ছিল জিততে। বোঝাই গেল হবে না। ওয়াশিংটন এতগুলো টেস্ট খেলেছেন। সেট ব্যাটার হিসাবে এক-আধটা বড় ওভার খেলা উচিত ছিল যাতে চাপ উল্টোদিকে যায়। তিনি পারেননি। ড্রেসিংরুমও সেই বার্তা দেয়নি। বরং মাটি কামড়ে উইকেট দিয়ে গেলেন মার্করামকে। হার তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

নাকি তারও আগে? যখন ধ্রুব জুরেল (১৩) হার্মারকে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। কোনও দরকার ছিল না ওই সময় স্কোয়ার লেগে তুলে মারতে যাওয়ার। বিশেষ করে যখন ওয়াশিংটনের সঙ্গে জুটিতে দাঁড়ানোর মুখে। পরের দিকে একটা সময় ৭৬ বল পরে বাউন্ডারি হল। তারপর ছয়। ড্রেসিংরুম থেকে শিকল আলগা করার নির্দেশ আসা উচিত ছিল। আসেনি। অক্ষর তবু সেই চেষ্টা করে গেলেন ১৭ বলে ২৬ রান করে। তবে হার্মারি আর মহারাজের স্পিন ও বাভুমার ক্যাচে সব গল্প শেষ।

১২৪ রান প্রথমে মনে হচ্ছিল সহজ টার্গেট। কিন্তু এরকম ছোট টার্গেট অনেক সময় বিপদের কারণ হয়। শচীনদের জমানায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে এরকমই লো টার্গেটে দাঁড়িয়ে হেরেছিল ভারত। লাঞ্চে ভারত যখন ১০/২, তখন সেটাই অনেকের মাথায় ঘুরছিল। বাভুমা বুদ্ধিমান অধিনায়ক। তিনি জানতেন উইকেটের একদিকে বেশি বাউন্স আছে। তিনি

ব্যর্থ রাহুল। টেস্ট জয়ের উৎসব দক্ষিণ আফ্রিকার। রবিবার ইডেনে। ছবি: সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিকে জেনসেনকে নিয়ে এসেছিলেন। এরকম একটা স্পট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে মার্করামকে দাঁড় করিয়ে আউট করেছিলেন বুমরা। সেটাই এদিন ফেরালেন জেনসেন। ওই সময় ভারতীয় ইনিংসে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন তিনি। বাকিটা স্পিনারদের।

ব্রেকের আগে ইনিংস শুরু করলে ওপেনারদের চাপ থাকে। সেই চাপেই পরপর যশস্বী (০) ও রাহুলের (১) উইকেট চলে গেল। ১ রানে ২ উইকেট তখন ভারতের। দুই কেন তিন উইকেটও ধরতে হচ্ছিল। যেহেতু নেক স্প্যাজমে শুভমন দ্বিতীয় টেস্টেও খেলতে পারবেন না। যশস্বী ভিতরে আসা বলে ব্যাটের কানা ছোঁয়ালেন। জেনসেনের বলটা লাফিয়ে এল। বাঁহাতি ওপেনার ব্যাটও সরাতে পারেননি। এরপর রাহুলকে ফেরালেন জেনসেন। সেই উঠে আসা বলে। রাহুলের ব্যাট ছুঁয়ে চলে গেল কিপারের হাতে। বাঁহাতি ফাস্ট বোলার ক্লাব হাউসের দিক থেকে প্রচুর বাউন্স পেয়েছেন।

ইডেনের এই উইকেট বিস্তর তোপের মুখে পড়েছে। আবার এই উইকেট নাটকও দেখাল অনেক। সিমাররা অনেকটা করে বল মুভ করালেন। বল তুললেন গায়ের উপরে। কিন্তু জাদেজা, হার্মারের মতো স্পিনাররাও অনেকগুলো করে উইকেট নিয়ে গেলেন। আসলে এই উইকেটকে কেউ বুঝতে পারেনি। ভারত চার স্পিনারে খেলল। ওয়াশিংটনকে ব্যবহারই করা বল না। কে জানে এত বাউন্স আছে জানলে হয়তো আকাশ দীপকে খেলাতেন গম্ভীর। এক স্পিনার বাড়তি হয়ে গেল।

এত তাড়াতাড়ি টেস্ট ম্যাচ ফুরিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন ও কিউরেটরের দিকে আঙুল উঠবেই। প্রথম দু'দিনে ২৬টি উইকেট পড়েছে। ভাবা যায়? শুধু ব্যাটারদের দিকে আঙুল তুলে হবে না। বোলারদের প্রশংসা করলেও কিছু হবে না। মোদ্দা কথা হল, উইকেট অনেক সময় বিপদ ঘণ্টা বাজিয়েছে। রবিবারের কথা ধরা যাক। জেনসেনের গতি ও বাউন্স তাঁকে পরাস্ত করেছে। রাহুল ব্যাট সরাতে পারেনি। মুশকিল হচ্ছে যে ছ'বছর পর ইডেনে টেস্ট দেখতে এসেছিলেন ফ্যানেরা। তাঁরা উইকেটের কেরামতি ও আড়াই দিনের ম্যাচ দেখে ফিরলেন।

সকালে দুই নট আউট ব্যাটারের একজনকে আউট করতে ৪৪ মিনিট লেগে গিয়েছিল। করবিন বশকে (২৫) বোল্ড করে দেন বুমরা। পরের দুটি উইকেট মহম্মদ সিরাজের। হার্মার (৭) বোল্ড, কেশব মহারাজকে লেগ বিফোর।

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : ১৫৯
ভারত (প্রথম ইনিংস) : ১৮৯
দক্ষিণ আফ্রিকা (দ্বিতীয় ইনিংস):
(৭ উইকেটে ৯৩ রানের পর)

টেম্বা বাভুমা নট আউট ৫৫, করবিন বশ বোল্ড বুমরা ২৫, সাইমন হার্মার বোল্ড সিরাজ ৭, কেশব মহারাজ এলবিডব্লু বো সিরাজ ০। অতিরিক্ত: ১১। মোট (৫৪ ওভারে অল আউট): ১৫৩ রান। বোলিং: জসপ্রীত বুমরা ১০-২-২৪-১, অক্ষর প্যাটেল ১৪-০-৩৬-১, কুলদীপ যাদব ৮-১-৩০-২, রবীন্দ্র জাদেজা ২০-৩-৫০-৪, মহম্মদ সিরাজ ২-০-২-২।

ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস) : যশস্বী জয়সওয়াল ক ভেরেইনি বো জেনসেন ০, কে এল রাহুল ক ভেরেইনি বো জেনসেন ১, ওয়াশিংটন সুন্দর ক হার্মার বো মার্করাম ৩১, ধ্রব জুরেল ক বশ ব হার্মার ১৩, ঋষভ পন্থ ক ও ব হার্মার ২, রবীন্দ্র জাদেজা এলবিডব্লু বো হারমার ১৮, অক্ষর প্যাটেল ক বাভুমা বো মহারাজ ২৬, কুলদীপ যাদব এলবিডব্লু বো হার্মার ১, জসপ্রীত বুমরা নট আউট ০, মহম্মদ সিরাজ ক মার্করাম বো মহারাজ ০, শুভমন গিল (ব্যাট করেননি)। অতিরিক্ত: ১। মোট (৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে): ৯৩ রান। বোলিং: মার্কো জেনসেন ৭-৩-১৫-২, সাইমন হারমার ১৪-৪-২১-৪, কেশব মহারাজ ৯-১-৩৭-২, করবিন বশ ২-০-১৪-০, এইডেন মার্করাম ৩-০-৫-১।

বাভুমা নট আউট থেকে যান ৫৫ রানে। সিরাজ ও বুমরা ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার এদিন উইকেট পাননি। দুই সিমার উল্টোদিক থেকে সাহায্য পেলে হয়তো এত লিড নিতে পারতেন না বাভুমারা। তাঁদের জয়ও এত সহজ হত না।

কোচের দরাজ সার্টিফিকেট পেল আড়াই দিনের উইকেট

মানসিক দৃঢ়তা খুঁজছেন গম্ভীর

প্রতিবেদন : মুখে বললেন আমরা দল হিসাবে জিতি। দল হিসাবে হারি। কিন্তু বাকি যা বললেন, তাতে হারের দায় গিয়ে পড়ছে ড্রেসিংরুমের দিকেই।

ইনি গৌতম গম্ভীর। ভারতের হেড কোচ। কী বললেন তিনি? এটাই যে, আমাদের সময় পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। এখন ড্রেসিংরুমে অভিজ্ঞতা কম। শুধু স্কিল থাকলে হবে না। মেন্টাল টাফনেস থাকতে হবে। উইকেটে গিয়ে ১৫-২০ মিনিট আগে কাটাতে হবে। পরিস্থিতি বুঝতে হবে। তার মানে কী দাঁড়াল? তাঁদের

হারের পর বিধ্বস্ত গম্ভীর, ওয়াশিংটন ও অক্ষর। —নিজস্ব চিত্র

ড্রেসিংরুমে এসবের অভাব? যদি তাই হয়, তাহলে দল নিয়ে এত হাতিঘোড়া পরীক্ষার ফল শূন্য। এটা মানবেন?

নিউজিল্যান্ড সিরিজের ০-৩ ধরলে ছয় টেস্টের মধ্যে চারটিতে ঘরের মাঠে হেরেছে ভারত। এখানে ৩৫ ওভারে গম্ভীরের দিল গুটিয়ে গিয়েছে ৯৩ রানে। কোচ হিসাবে ১৭ টেস্টের মধ্যে হেরেছেন ৮টিতে। তাঁকে প্রশ্ন করা গেল, স্পিন দেখলেই গুটিয়ে যাচ্ছেন কেন আপনারা? জবাব এল, এখানে স্পিনাররা যেমন উইকেট নিয়েছে তেমনই সিমাররাও। তাই স্পিনিং উইকেট বলবেন না। এটা মুশকিলের উইকেট ছিলও না। ওই যে বললাম মেন্টাল টাফনেস বলে জিনিসটা খুব জরুরি। ওটা থাকতে হবে। রাহুল, বাভুমাকে দেখুন। ওরা কিন্তু ঠিক খেলেছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা দরকার ছিল।

গম্ভীর জানতেন উইকেট নিয়ে এত নাটক ব্যাকফায়ার করতে পারে। অতএব তিনি বলে দিলেন, কিউরেটর খুব ভাল কাজ করেছেন। সাহায্যও করেছেন। আমি এরকমই উইকেট চেয়েছিলাম। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল, আগে ভারত স্পিন খেলায় রাজা ছিল। এখন ব্যাটাররা কেঁপে যাচ্ছে স্পিন দেখলে। কিন্তু গম্ভীর অনড় তাঁর যুক্তিতে। বলছিলেন, উইকেট নিয়ে এত কথা কিসের তাই তো বুঝতে পারছেন না। এখানে টেকনিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর বেশি উইকেট গিয়েছে সিমারদের হাতে। শুভমনের বদলে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ঋষভ পন্থ মেনে নিয়েছেন তাঁরা চাপের কাছে গুটিয়ে গিয়েছেন। না হলে এই রান তোলা উচিত ছিল।